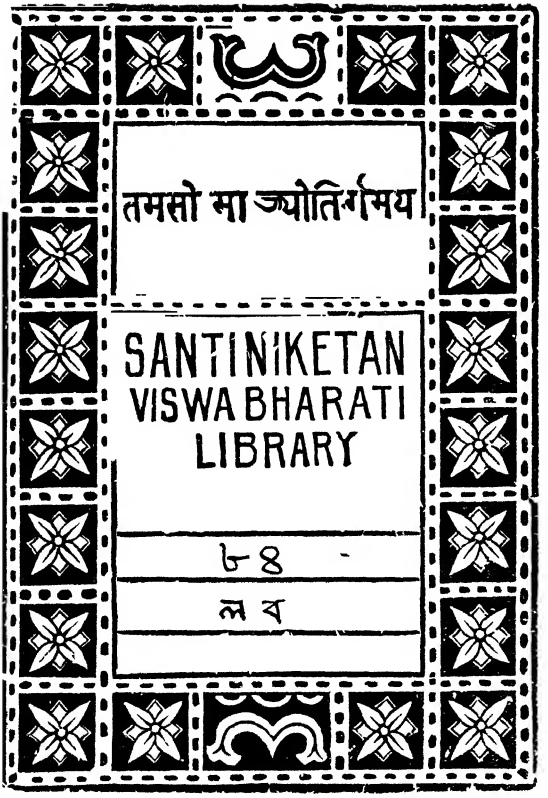
ॐ
तमसो मा ज्योतिर्गमय
SANTINIKETAN
VISWA BHARATI
LIBRARY
৮৪
ল ব

ব্যাকরণ-বিভীষিকা।

বঙ্গবাসী কলেজের প্রোফেসার

শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন

এম্ এ, প্রণীত।

আপবিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্।

কলিকাতা

১১৭।১ বহুবাজার ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩১৮।

মূল্য চারি আনা।

"ব্যাকরণ-বিভীষিকা" সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অভিমত।

আপনার "ব্যাকরণ-বিভীষিকা" অতি উপাদেয় প্রবন্ধ। আপনি বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা দ্বারা উহার "নাড়ী-নক্ষত্র" বুঝিয়া এই সুচিন্তিত প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছেন। আমি ময়মনসিংহের সভায় মুক্তকণ্ঠেই আপনার প্রবন্ধের প্রশংসাকীর্ত্তন করিয়াছি। সংস্কৃতব্যাকরণেও যে আপনার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ও অভিজ্ঞতা আছে, এই প্রবন্ধে উহা স্পষ্টরূপেই প্রদর্শিত হইয়াছে। নীরস-ব্যাকরণ-সংক্রান্ত বিষয়ের সরসভাবে নির্দ্দেশ ও বিন্যাসে আপনি সিদ্ধহস্ত।

যদিও আমি প্রচরৎ বঙ্গভাষার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া একটুকু উদার ভাব অবলম্বন করা সঙ্গত বলিয়াই মনে করি, তথাপি আজি কালি এই ভাষা লইয়া যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা ও যথেচ্ছ অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত লেখকদিগকে ব্যাকরণের নিগড়ে একটুকু দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করা অন্যায় বা অসঙ্গত নহে। ৺বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র সমালোচনায় বাঙ্গালার তদানীন্তন অনেক উচ্ছৃঙ্খল লেখক লেখনীত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার "ব্যাকরণ-বিভীষিকা"র কশাঘাতে তাদৃশ অনেক লেখক সাবধান হইবেন; অনেকে লেখনীত্যাগ করিয়া

ভাষাটীকে একটুকু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতে দিবেন। ফলতঃ আপনার প্রবন্ধ সর্ব্বথা সময়ের উপযোগী হইয়াছে, সংশয় নাই।

আমি ময়মনসিংহের সভাস্থলেও বলিয়াছি ও এখনও বলিতেছি, প্রবন্ধোক্ত সকল কথার সহিত আমার ঐকমত্য নাই। যথা, চাতকিনী, কুতুকিনী, হেমাঙ্গিনী প্রভৃতি শব্দগুলি অনেক দিন যাবৎ বাঙ্গালা পদ্যে চলিতেছে ও এখনও চলিবে। তবে বিশুদ্ধ গদ্য বা সাধুভাষায় তাদৃশ প্রয়োগ বর্জ্জনীয় বটে। আমার বোধ হয়, লেখ্য সাধু গদ্য ভাষাই আপনার প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য; পদ্য, নাটক ও উপন্যাস প্রভৃতির রচনা উহার লক্ষ্য নহে।

আপনি প্রবন্ধে বহু প্রয়োজনীয় কথার উত্থাপন করিয়াছেন; কিন্তু সকল কথায় আত্মমত ব্যক্ত করেন নাই। যেখানে তাহা করিয়াছেন, তাহাও যেন ভঙ্গিক্রমে একটুকু সসঙ্কোচে লিখিয়াছেন। ইহা কেন? এ বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে আত্মমতপ্রকাশকল্পে আপনি যে সম্পূর্ণ সমর্থ, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। আপনি তত্তৎস্থলে স্ফুটরূপে নিজমত প্রদর্শন করিলে, নব্য লেখকদিগের প্রকৃত-ব্যবস্থা-প্রাপ্তি-পক্ষে আশানুরূপ সুযোগ ঘটিত। যাহা হউক, আমি আশা করি, প্রবন্ধের উপসংহারে ভবদীয় অভিপ্রেত ব্যবস্থা-গুলি সংক্ষিপ্তরূপে ও স্পষ্টভাবে পুনরুল্লিখিত হইবে।

আজ এই পর্য্যন্ত। যদি সুস্থ হইতে পারি, সাহিত্যপ্রবেশের নূতন সংস্করণে আপনার লিখিত অতি প্রয়োজনীয় ও উপাদেয় প্রবন্ধের পর্য্যালোচনা করিব।

ঢাকা সারস্বত মন্দির।
২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮ সাল।

(স্বাঃ) শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন।

বিজ্ঞাপন।

"ব্যাকরণ-বিভীষিকা" বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে ময়মনসিংহে আংশিকভাবে পঠিত হইয়াছিল এবং 'সাহিত্য' পত্রিকায় (১৩১৮) জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় সমগভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে নায়ক, বঙ্গবাসী, হিতবাদী ও বসুমতীতে ইহা আংশিকভাবে উদ্ধৃত হইয়াছিল। এক্ষণে সমগ্র প্রবন্ধটি স্বতন্ত্রভাবে পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত হইল। পুনর্মুদ্রণের পূর্ব্বে সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত কতিপয় ব্যক্তি প্রবন্ধটি দেখিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট সাতিশয় কৃতজ্ঞ আছি। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ববারে প্রবন্ধে যে সমস্ত ভ্রমপ্রমাদ ছিল সেগুলি যথাজ্ঞান সংশোধন করিয়াছি। তাহার ফলে স্থানে স্থানে অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন হইয়াছে। যেখানে যেখানে ভাষার দোষের জন্য অর্থগ্রহের বিঘ্ন ঘটিবার আশঙ্কা ছিল, সে সমস্ত স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছি। সুধীবর্গের অবগতির জন্য, পূর্ব্ববঙ্গের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ঢাকা সারস্বত সমাজের সম্পাদক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মন্তব্য প্রবন্ধের শিরোদেশে অবিকল মুদ্রিত হইল। এই প্রবন্ধ দ্বারা বর্ত্তমান বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার হইলেও সকল পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কিমধিকমিতি

কলিকাতা
১লা শ্রাবণ, ১৩১৮।

শ্রীললিতকুমার শর্ম্মা।

"ব্যাকরণ-বিভীষিকা"র
সমালোচনা।

..."ব্যাকরণ-বিভীষিকা" পাঠ করিয়া আমরা প্রীত হইয়াছি,.....বহু চিন্তনীয় বিষয় এই প্রবন্ধে সমাহৃত হইয়াছে।... ..সবিস্তার আলোচনার স্থান আমাদের নাই। মোটের উপর বলিতে গেলে প্রবন্ধটি সুচিন্তিত এবং সুলিখিত এবং পাঠ করিলে ভাবিবার খোরাক যথেষ্ট পাওয়া যায়। **প্রবাসী** (সম্পাদকীয়।)

প্রবন্ধটিতে ললিত বাবু রসাল ভাষায়, বঙ্গীয় লেখকগণ যে সকল ব্যাকরণগত ভুল করিয়া থাকেন, তাহা প্রদর্শিত করিয়া সভাস্থলে হাস্য-রসের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছিলেন।.....ফলতঃ সম্মিলনের মজলিসে এতাদৃশ দুএকটী প্রবন্ধ থাকিলে আসর জমাট বাঁধে; কিঞ্চিৎ রসসিক্ত করিয়া যদি চালাইতে পারা যায়, তবে প্রকৃতি-নীরস ব্যাকরণের কথাও লোকে হাস্যমুখে হজম করিতে পারে।.....—**নব্যভারত** (শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্ এ।)

ব্যাকরণ কিরূপ ভীষণ মূর্ত্তিতে আধুনিক বঙ্গসাহিত্যকে কম্পিত করিয়া তুলিয়াছে তাহা অতি মধুর অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সুবিস্তৃতভাবে সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে ললিত বাবু বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ও ইন্দ্রনাথের পর আর কেহ এরূপ কষাঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বলিয়া আমার জানা নাই। ললিত বাবুর এই প্রবন্ধ-শ্রবণে কেহ কেহ বিরক্ত হইলেও বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ উপকার বোধ করিবে। **আর্য্যাবর্ত্ত** (শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি গুপ্ত।)

ললিত বাবু সরস রসিকতার সঙ্গে তাঁহার প্রবন্ধে বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের প্রতি যেরূপ তীব্র বিদ্রূপ করিয়াছেন তাহাতে অনেক লেখকেরই চৈতন্যোদয় হইবে বলিয়া মনে করি।...**প্রতিভা** (শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ।)

... ..ললিত বাবু সম্পূর্ণ প্রবন্ধ না পাঠ করিলেও তাহা হইতে বাছিয়া বাছিয়া যে সকল স্থান পড়িয়াছিলেন, তাহাতে নীরস ব্যাকরণের সাহারায় হাসির বিপুল ফোয়ারা ছুটিয়াছিল। সেই সংক্রামক হাস্যে স্বয়ং সভাপতিও বাদ যান নাই। নীরসকে সরস করিতে ললিত বাবুর মত সিদ্ধহস্ত অল্প লেখকই আছেন। Amusement and true knowledge hand in hand ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আমরা এমনটি বড় প্রত্যক্ষ করি নাই। **ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন** (শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার সেন এম্এ, বিএল্।)

ব্যাকরণ-বিভীষিকা।

উপক্রমণিকা।

মুখবন্ধ।

রঙ্গরস অনেক করিয়াছি। আজ একটা কঠিন প্রশ্নের আলোচনা করিব। কিন্তু সম্প্রতি রঙ্গরচনার জন্য বর্ত্তমান লেখকের নামটা যৎকিঞ্চিৎ জাহির হইয়া পড়িয়াছে, গম্ভীরভাবে কোন প্রশ্নের উত্থাপন করিলে তাঁহার শুনানি পাওয়াই শক্ত। তিনি যাহা বলিতে যাইবেন, তাহা 'পরমার্থ' হইলেও সকলে 'পরিহাস' বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আজ সত্য সত্যই একটা গুরুতর কথা পাড়িব। এবার আর হাসির ফোয়ারা নহে, ব্যাকরণের সাহারা। যদি দুই এক স্থলে আপনাদের ফোয়ারা-ভ্রান্তি হয়, তাহা হইলে জানিবেন উহা 'মায়াবিনী মরীচিকা' বই আর কিছুই নহে।

বিষয়-নির্দ্দেশ।

যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ, অপভ্রংশরূপে নহে, অবিকৃতভাবে বাঙ্গালা ভাষায় চলিতেছে, সেগুলি কোন্ ব্যাকরণের শাসনে আসিবে, এই প্রশ্নটি আজ আপনাদের নিকট উত্থাপন করিতেছি।

প্রথম পক্ষের যুক্তি।

বাঙ্গালা সাধুভাষার ব্যাকরণ লইয়া দুইটা দল আছে। দুইটাই প্রবল দল। দুই পক্ষই যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব মত স্থাপন করিতে চাহেন। এক দলের মতে, যাহা সংস্কৃতভাষার ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ, তাহা বাঙ্গালা সাধুভাষাতেও অপপ্রয়োগ; কেন না, সংস্কৃত-ভাষা বাঙ্গালা ভাষার জননী (বা মাতামহী)। 'খাঁটী বাংলা' শব্দের বেলায় লেখকগণ যা' খুসী করিতে পারেন, কিন্তু সংস্কৃত শব্দের বেলায় এরূপ যথেচ্ছাচারে তাঁহাদিগের অধিকার নাই। সংস্কৃত ভাষা হইতে শব্দগ্রহণ করিয়া সেগুলির উপর একটা উদ্ভট-ব্যাকরণের রুলজারী করা নিতান্ত অত্যাচার; কথায় বলে, 'যা'র শিল তা'র নোড়া, তা'রই ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া।' [ল্যাটিন, গ্রীক বা হিব্রু হইতে যে সমস্ত শব্দ অবিকল ইংরাজীতে গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের বেলায় ইংরাজীতে কি নিয়ম খাটান হয়? Seraph, cherub, datum, erratum প্রভৃতি শব্দের বহুবচন, superior, inferior প্রভৃতি শব্দের পরে appropriate preposition, ইত্যাদি ব্যাপারে ইংরাজীর সাধারণ নিয়ম চলে কি?] ফলতঃ, গ্রীক দার্শনিক প্লেটো যেমন তাঁহার চতুষ্পাঠীর প্রবেশদ্বারে এই বাক্য ক্ষোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, 'জ্যামিতি-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন না হইয়া যেন কেহ এখানে দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা করিতে না আসে', সংস্কৃতানুরাগী সম্প্রদায়ও সেইরূপ নিয়ম করিতে চাহেন যে, 'সংস্কৃতব্যাকরণে অধিকার লাভ না করিয়া যেন কেহ বাঙ্গালা সাধুভাষার চর্চ্চা করিতে না আসে।' ইঁহাদের আশঙ্কা, বাঙ্গালা রচনায় একটু শিথিলতার প্রশ্রয় দিলে সংস্কৃত রচনা পর্য্যন্ত দূষিত ও অধোনীত হইবে। এ আশঙ্কা নিতান্ত

অমূলকও নহে, কেননা, অনেক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিতে গিয়া বাঙ্গালা প্রয়োগের অনুযায়ী প্রয়োগ করিয়া বসেন দেখিয়াছি। ছাত্রেরা ত সংস্কৃত রচনায় এরূপ ভুল প্রায়ই করে।

দ্বিতীয় পক্ষের যুক্তি।

অপর দলের মত, বাঙ্গালা ভাষা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। যেমন রাসায়নিকের বিবেচনায় ঘি ও চর্ব্বি একই পদার্থ, সেইরূপ সংস্কৃত বৈয়াকরণের বিবেচনায় সংস্কৃত ও বাঙ্গালা একই পদার্থ হইতে পারে, কিন্তু বস্তুতঃ উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল-প্রভেদ। বাঙ্গালা ভাষা স্বেচ্ছায় ও স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে ব্যাকরণ গড়িয়া লইয়াছে ও লইতেছে, কেন না ইহা জীবন্ত ভাষা। ইঁহারা আরও বলেন, বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃতভাষার কন্যা (বা দৌহিত্রী) নহে, কনিষ্ঠা ভগিনী। বাঙ্গালা ভাষা কোন দিন সংস্কৃতভাষার চালে পর-চালা বাঁধিয়া বাস করে নাই, এখনও করিবে না। ইহা কুটীরবাসিনী হইতে পারে, কিন্তু ইহা চিরদিনই স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। অতএব বাঙ্গালা ভাষায় প্রয়োগ বিশুদ্ধ হইল কি না, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণের কষ্টি-পাথরে কষিয়া দেখায় কোনও ফল নাই। যে সকল সংস্কৃত শব্দ অবিকল বাঙ্গালায় ব্যবহৃত, তাহারা যখন বাঙ্গালা মুল্লুকে আসিয়া সবাস করিতেছে, তখন তাহারা বাঙ্গালার আইনকানুন মানিতে বাধ্য। তাহাদিগের মূলভাষার আইনকানুন এ ক্ষেত্রে চলিবে কেন? When you are in Rome, do as the Romans do; শাস্ত্রে আছে, "প্রবাসে নিয়মো নাস্তি।" [গ্রীক, ল্যাটিন, হিব্রু ভাষা হইতে

শব্দ লইয়া ইংরাজী ভাষায় তাহাদিগের বহুবচন, প্রত্যয়, বা উপসর্গ যোগ করিবার সময় মূলভাষার নিয়ম রদ হয় না কি? Geniusএর বহুবচন Geniuses, Genii, দুই প্রকারই হয়, তবে অর্থভেদ আছে; radius, focusএর বেলায় দুইরূপ হয়, কোন অর্থভেদ নাই। এক ভাষার শব্দে অন্য ভাষার প্রত্যয় বা উপসর্গ যোগে (hybrid word) দোআঁশ্‌লা-শব্দ-নির্ম্মাণও হয়।] ফলকথা, ইঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃতব্যাকরণের ভেজাল চাহেন না। বিশ্বামিত্র যেমন ব্রহ্মার সৃষ্ট জগৎ ছাড়িয়া দিয়া একটা নূতন জগতের সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, ইঁহারাও সেইরূপ একটা অভিনব ব্যাকরণ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন। ইঁহারা আরও বলেন যে, সকল আধুনিক ভাষারই জটিলতা কমিয়া সরলতার দিকে একটা স্বাভাবিক ঝোঁক দেখা যায়, বাঙ্গালার বেলায়ই কেন তাহার অন্যথা হইবে? ভাষা-শিক্ষার্থী শিশু ও বিদেশীর শ্রমলাঘবের জন্য ভাষা সহজ করার চেষ্টা আবশ্যক, তাঁহারা কেহ কেহ এ যুক্তিরও অবতারণা করেন।

দ্বিতীয় পক্ষের আর একটি যুক্তি ও তাহার বিচার।

দ্বিতীয় দলের মধ্যে আবার এক সম্প্রদায় আর একটা যুক্তির অবতারণা করেন। তাঁহারা বলেন, বাঙ্গালা ভাষা এখনও শিশু, এখন হইতেই ইহাকে ব্যাকরণের নিগড়ে বাঁধিলে ইহার স্বাভাবিক গতিশীলতা ও সহজ স্ফূর্ত্তি নিরুদ্ধ হইবে। লেখকসম্প্রদায়কে পদে পদে বাধা দিলে প্রতিভার বিকাশ হইবে না। ইহার ফলে আমরা অনেক প্রতিভাশালী লেখক হারাইব, 'জননী বঙ্গভাষা' দরিদ্র হইয়া পড়িবেন।

বাঙ্গালা ভাষার বিজ্ঞ অভিভাবকগণ ইহার উত্তরে বলেন, শিশুর উচ্ছৃঙ্খলতানিবারণ কর্ত্তব্যানুষ্ঠান নহে কি? শৈশবে সংশোধন না করিলে শেষে যে রোগ মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইবে। পাছে লেখক-সংখ্যা কমিয়া যায় এই আশঙ্কায় ব্যাকরণের নিয়ম শিথিল করা, ও পাছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ও পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রসংখ্যা কমিয়া যায় এই আশঙ্কায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার আদর্শ খর্ব্ব করা, দুই-ই একপ্রকারের কথা।

বাঙ্গালা ভাষা এখনও শিশু, এ কথাটা আমি অনেকবার অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তির মুখে শুনিয়াছি, কিন্তু ঠিক অর্থপরিগ্রহ করিতে পারি নাই। যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষাকে শিশু বলেন, তাঁহাদিগের বোধ হয় বিশ্বাস, মহাত্মা রামমোহন রায় ব্রাহ্মধর্ম্মের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষারও সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার পুষ্টি করিয়াছেন; অর্থাৎ, ইংরাজের আমলে ও ইংরাজী শিক্ষার ফলেই এই ভাষার উদ্ভব। ব্রাহ্মাব্দ দেখিলেই এই নবপ্রণীত ভাষার বয়ঃক্রম জানা যায়। কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালা ভাষা কি এতই অর্ব্বাচীন? সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় প্রাচীন না হইলেও বাঙ্গালায় ইংরাজের শুভাগমনের বহুশতবৎসর পূর্ব্ব হইতে বিরাট্ একটা বাঙ্গালা সাহিত্য যে ছিল, তাহা চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম, ঘনরাম, মুকুন্দরাম প্রভৃতি খাঁটী বাঙ্গালী কবিগণের কীর্ত্তিতে স্বতঃপ্রকাশ। এমন কি, প্রাচীন বাঙ্গালায় গদ্যেরও একটা ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত ছিল। তবে ইংরাজী আমলে গদ্য-সাহিত্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি হইয়াছে, গদ্যপদ্য উভয় সাহিত্যে নব ভাব, নব আদর্শ, নব শক্তি আসিয়াছে, ইহা অবশ্য শতবার স্বীকার করি। প্রাচীন কবিগণের মধ্যে সকলেই—

অন্ততঃ অনেকেই—সংস্কৃত সাহিত্য-ব্যাকরণে সুপণ্ডিত ছিলেন। অথচ তাঁহাদিগের রচনায়, সংস্কৃত ব্যাকরণমতে যে সব দুষ্টপদ, তাহার অভাব নাই। ইহার কারণ কি? ইহাতে কি মনে হয় না, প্রাচীন আমল হইতে সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষার একটা প্রকৃতিসিদ্ধ ধারা চলিয়া আসিতেছে? ইহা কোন দিনই সংস্কৃত ব্যাকরণের ষোল আনা শাসন মানিয়া চলে নাই। হয়ত প্রাকৃত-ব্যাকরণ ইহার কতকগুলি রহস্য বুঝাইয়া দিতে পারে। যাঁহারা প্রাকৃত ও পালিভাষায় সুপণ্ডিত, তাঁহারা সম্ভবতঃ উপস্থিত প্রশ্নের সমাধান অতি সহজে করিয়া দিবেন। এ দিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি পড়িবে কি? বর্ত্তমান লেখক শিক্ষা ও সংস্কারবশে অনেক স্থলে সংস্কৃতব্যাকরণ-সম্মত প্রয়োগের দিকে কিছু বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন, প্রাকৃত ও পালিভাষায় তাঁহার অজ্ঞতাই তাহার কারণ।

আধুনিক বাঙ্গালা লেখক।

বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন আমলে দুই সম্প্রদায় বাঙ্গালা লেখক দেখা দিয়াছেন। এক সম্প্রদায় সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদ; যথা, বিদ্যা-সাগর, তারাশঙ্কর, মদনমোহন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামগতি ন্যায়-রত্ন ইত্যাদি। অপর সম্প্রদায় ইংরাজীনবীশ; যথা, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব, কালীপ্রসন্ন, চন্দ্রনাথ, ইন্দ্রনাথ, মধুসূদন, রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ইত্যাদি। (জীবিত লেখকদিগের নাম করিলাম না।) সাধারণতঃ ইংরাজীনবীশেরা সংস্কৃত ভাষায় তাদৃশ ব্যুৎপন্ন নহেন বলিয়া তাঁহাদিগের রচনায় দু'দশটা অপপ্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদদিগের রচনায়ও যে এরূপ

দুষ্টপদ খুঁজিলে না মেলে, এমন নহে। এ ক্ষেত্রে কেবল যে ডিগ্রীধারীরা ডিক্রীজারী করিয়াছেন তাহা নহে, পণ্ডিতেরাও পাঁতি দিয়াছেন। আমার এক এক সময় মনে হয়, দেবীবর ঘটক যেমন প্রত্যেক কুলীনেরই এক একটা দোষ পাইয়াছিলেন, সেইরূপ আমাদের কুলীন লেখকদিগের মধ্যেও প্রত্যেকেরই এক একটা দোষ পাওয়া যায়। মহাত্মা রামমোহন রায় 'পৌত্তলিকতা' জিনিশটা উঠাইতে গিয়া 'পৌত্তলিকতা' উদ্ভট পদটা চালাইলেন ;* বিদ্যাসাগর মহাশয় 'উভচর,' অক্ষয়কুমার দত্ত 'সৃজন', কালীপ্রসন্ন ঘোষ 'সক্ষম,' বঙ্কিমচন্দ্র 'সিঞ্চন' চালাইলেন। পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের ন্যায় সংস্কৃতে সুপণ্ডিতজনের 'রোমাবতী' আখ্যায়িকায় 'আত্মাপুরুষ,' 'দুরাচারিণী', 'পিতাস্বরূপ,' 'একত্রিত,' এই সকল প্রয়োগ রহিয়াছে। কেন এমন হয়? ইহার কি কোন মীমাংসা নাই?

সংস্কৃতবিদ্যাবিশারদদিগের মধ্যেও বাঙ্গালা ভাষা সম্বন্ধে দুইটা দল আছে। এক দল সংস্কৃতরীতিশুদ্ধ প্রয়োগের পক্ষপাতী। অপর দল অনেকপরিমাণে উদারপ্রকৃতি (liberal)। কিন্তু ইঁহাদিগকে দলে পাইয়া বাঙ্গালা ভাষার স্বাতন্ত্র্যবাদীদিগের গৌরব করিবার কিছু নাই। কেন না, ইঁহাদিগের এই উদারতা অবজ্ঞাজনিত। ইঁহারা বলেন, বাঙ্গালা একটা অপভাষা, প্রাকৃত ভাষা, পামরের ভাষা, পৈশাচিক ভাষার সামিল, অতএব বাঙ্গালায় এত বাঁধাধরা কি?

---

* এ চার্জ্জ আমার মনগড়া নহে। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এই চার্জ্জ আনিয়াছেন। ('আর্য্যাবর্ত্ত' বৈশাখ-সংখ্যা দেখুন)। কৃষ্ণকমল বাবুর সংস্কৃতজ্ঞানে অবশ্য কেহ সন্দেহ করিবেন না।

বাঙ্গালায় সবই শুদ্ধ, সবই চল। এটা ভাষার জগন্নাথক্ষেত্র, এখানে কোন বাছবিচার নাই। এ ক্ষেত্রে ভাষার খিচুড়ী অবাধে চলিতে পারে।

এই মতই কি শিরোধার্য্য করিয়া লইব? বাঙ্গালায় অপপ্রয়োগ দেখিলেই কি সিদ্ধপ্রয়োগ বলিয়া মানিব, এবং সেটাকে বাঙ্গালা ভাষার বিশেষত্ব বলিয়া ধার্য্য করিব? যাহা ভাষায় খুব চলিত, তাহা শুদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে ক্ষতি নাই; না মানলে উপায়ান্তরও নাই; কেন না, তাহার রোধ করা অসম্ভব। 'মনান্তর,' 'অর্দ্ধাঙ্গিনী' প্রভৃতি পদ কথাবার্ত্তায় চলিলেও সাহিত্যের ভাষায় চলিতে দিব না বলিয়া কোট ধরিলে সে কোট বজায় রাখা কঠিন। কিন্তু লেখক-সম্প্রদায়ের খেয়ালমত যে সব কৃত্রিম পদ নির্ম্মিত হইবে, তাহাই যে মাথায় করিয়া রাখিতে হইবে, আমার ইহা সঙ্গত বিবেচনা হয় না। উৎকট মৌলিকতা, অজ্ঞতা, বা অনবধানের ফলে যে সব শব্দ উদ্ভাবিত হইতেছে, সেগুলিতে যে ভাষার শব্দসম্পদ্ বাড়িয়া যাইতেছে, ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।

ব্যাকরণ-সম্বন্ধে একটি কথা।

ব্যাকরণ-সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটা কথা এখানে বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। ভাষা নূতনই হউক, পুরাতনই হউক, যতদিন তাহা জীবন্ত ভাষা থাকে, ততদিন ব্যাকরণের বাঁধ দিয়া তাহার স্বাভাবিক-গতিরোধ করা অসম্ভব। অনেক সময় দেখা যায় যে, খরস্রোতাঃ নদীর প্লাবন-নিবারণের জন্য একস্থানে বাঁধ দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ফল হয় নাই, আবার অন্যত্র বাঁধ বাঁধা হইয়াছে।

এইরূপ বাঁধের পর বাঁধ নদীপ্রবাহের গতির রহস্যটা বেশ বুঝাইয়া দেয়। সেইরূপ পাণিনীয় ব্যাকরণের সূত্র, সূত্রের পরে বার্ত্তিক, তাহার পর ভাষ্য, তাহার পর টীকা, এই ক্রমিক চেষ্টা ভাষার ক্রমবিকাশের রহস্য বেশ বুঝাইয়া দেয়। যেমন নূতন পদ আসিয়াছে, নূতন প্রয়োজনের উদ্ভব হইয়াছে, অমনই নূতন নিয়ম বাঁধিতে হইয়াছে। অতএব ব্যাকরণের সৃষ্টি ভাষার ভবিষ্যৎ পরিণতি বন্ধ করিবার জন্য নহে; অতীত ও বর্ত্তমান কালের প্রয়োগ পরিলক্ষণ করিয়া নিয়ম আবিষ্কার করাই তাহার উদ্দেশ্য। ইহাই প্রকৃত বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী। যখন ভাবের বন্যা বহিবে, তখন ব্যাকরণের পুরাতন বাঁধে সকল সময়ে তাহা আটকাইতে পারিবে না, বাঁধ ছাপাইয়া যাইবে। তবে যদি কোন মনস্বী কাটযুড়ীর বাঁধের ন্যায় এমন শক্ত বাঁধ বাঁধিতে পারেন যে, চিরদিনের মত ভাবের বন্যায় ভাষার খাতে নূতন জলপ্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, তিনি সে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন। বর্ত্তমান লেখক বাধা দিবেন না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে অনুসৃত প্রণালী।

আমার কার্য্য অন্যপ্রকারের। বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত সংস্কৃত-ব্যাকরণের ব্যতিক্রমের রাশি রাশি উদাহরণ একটা প্রণালী অবলম্বনে শ্রেণীবিভাগ করিয়া সাজাইয়াছি, এবং আমার সাধ্যমত নিয়ম বা কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছি। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা হইতে ব্যাকরণজ্ঞান, এবং ঋজুপাঠ হইতে সাহিত্যজ্ঞান সম্বল করিয়া এরূপ গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা দুঃসাহস ও ধৃষ্টতা, সন্দেহ নাই। যাঁহারা সংস্কৃতব্যাকরণে সুপণ্ডিত, তাঁহারা

এই ভার লইলে বিচারবিতর্ক ভ্রমপ্রমাদশূন্য হইত। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ এ সকল হীন কাযে হাত দেন না। তবে অক্ষমের অকৃতিত্ব দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রকৃত অধিকারীরা যদি এ পথে অগ্রসর হন, তাহা হইলে আমার পরিশ্রম বিফল হইবে না। গালাগালিটুকু আমার উপ্‌রি পাওনা হইবে, মীমাংসায় লাভ হইবে বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যের।

প্রাচীন ও আধুনিক, সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরাজীনবীশ, পেশাদার ও সৌখীন, উপাধিধারী ও নিরুপাধি, সকল শ্রেণীর লেখকদিগের রচনা হইতেই উদাহরণ-সংগ্রহ করিয়াছি। ব্যক্তিগত আক্রমণ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, সেই জন্য জীবিত লেখকদিগের নাম উল্লেখ করি নাই। তবে তাঁহাদিগের রচনা হইতে, উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা ও সংবাদপত্রের প্রবন্ধাদি হইতে, যথেষ্ট উদাহরণ সংগ্রহ করিতে বিরত হই নাই; কেন না, আমার প্রধান উদ্দেশ্য বর্ত্তমান সাহিত্যের প্রকৃতিনির্ণয়। যাঁহারা রচনাপ্রকরণ শিক্ষা দিবার জন্য ছাত্রপাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত দৃষ্টান্তমালা হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য পাইয়াছি, পরন্তু তাঁহাদিগের বিধান ও রচনা হইতেও উদাহরণ মিলিয়াছে। যে সকল লেখক এ কারণে বিরক্ত হইবেন, তাঁহাদিগের আশ্বাসের জন্য বলিতে পারি যে, বর্ত্তমান লেখকের নিজের রচনায় যে সকল দুষ্টপদ আছে, সে দৃষ্টান্তগুলিও ছাড় পড়ে নাই। এমন কি, কতকগুলি গলদ ভুক্তভোগী হিসাবেই প্রথম তাঁহার নজরে পড়িয়াছে। বলা বাহুল্য, ভাষা ও সাহিত্যে যথেচ্ছাচারনিবারণের জন্য, ভাষা ও সাহিত্যের উপকার ও উন্নতির জন্য, এরূপ

অপ্রিয় আচরণ দোষাবহ নহে। বিজ্ঞানের উন্নতি ও জগতের স্থায়ী উপকারের জন্য জীবন্তপ্রাণিদেহব্যবচ্ছেদ (vivisection) পর্য্যন্ত নীতিবিগর্হিত বলিয়া নিন্দিত হয় না। ইতি উপক্রমণিকা সমাপ্তা।

(১) বর্ণচোরা শব্দ।

অনেক লম্বশাটপটাবৃত লোককে হঠাৎ দেখিলে ভদ্রলোক বলিয়া ভ্রম হয়; পরে বুঝা যায়, তাহারা প্রকৃতপক্ষে ইতর লোক। বাঙ্গালায় কতকগুলি শব্দ আছে, সেগুলির দর্শনধারী চেহারা দেখিলে হঠাৎ সংস্কৃত শব্দ বলিয়া ভ্রম হয়; কিন্তু বাস্তবিক সংস্কৃত ব্যাকরণ অভিধানে তাহাদের স্থান নাই। প্রবন্ধের প্রথমেই এগুলির পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

অপরূপ ('অপূর্ব্ব'র প্রাকৃত রূপ); **আলুয়িত** বা **এলায়িত** (সংস্কৃত 'আলুলায়িত'র সংক্ষেপ); **উলঙ্গ** ও তস্য স্ত্রীলিঙ্গ **উলঙ্গিনী** (বা **উলাঙ্গিনী**); **উপরন্তু** (অপরন্তুর বিকৃত উচ্চারণ?) **কুহেলিকা** বাঙ্গালার আকাশ হইতে কুজ্‌ঝটিকা অপসারিত করিয়া প্রহেলিকার ন্যায় প্রকাশমানা; **গাভী** (সংস্কৃত 'গবী'); **গল্প**; **গোলমাল**; **গোলযোগ**; **চন্দ্রিমা** (সংস্কৃতে চন্দ্র আছে, চন্দ্রিকা আছে, চন্দ্রমাঃ আছে); **চাকচিক্য** ('চাকচক্য' সংস্কৃত অভিধানে আছে); **ছত্র** (সত্র, বিকৃত উচ্চারণ); **জালায়ন** ('বাতায়নে'র দেখাদেখি, 'জাল' সংস্কৃত=জানালা); **ঝটিকা** (সংস্কৃত 'ঝঞ্ঝা' হইতে 'ঝড়', সম্ভবতঃ 'ঝড়ে'র প্রকৃত মূল না জানাতে 'ঝটিকা'র উদ্ভব); **ঝলকিত**; **ঝলসিত**; **তত্রাচ** ('তথাচ'র অশুদ্ধরূপ, 'তত্রাপি'র দেখাদেখি);

তাচ্ছিল্য বা **তাচ্ছল্য** (সংস্কৃতে 'তাচ্ছীল্য' আছে, কিন্তু তাহার স্বতন্ত্র অর্থ, হয় ত 'তুচ্ছ' হইতে বাঙ্গালা শব্দদ্বৈতের নিয়মে হইয়াছে; 'কটুকাটব্য' সংস্কৃতে চলে?); **পুঙ্খানুপুঙ্খ**; **পুত্তলিকা, পৌত্তলিকতা** (সংস্কৃতে এ দুটি শব্দ নাই, পুত্রিকার প্রাকৃত রূপ)*; **ভগ্নী** ('ভগিনী'র দ্রুত উচ্চারণ); **ভরশা**; **ভাস্কর্য্য** (সংস্কৃতে প্রস্তরমূর্ত্তিনির্ম্মাতা অর্থে 'ভাস্কর' নাই); **ভাদ্রবধূ** (ভ্রাতৃবধূর বিকৃত উচ্চারণ); **মতি** বা **মোতি** (মুক্তার অপভ্রংশ); **মর্ম্মন্তুদ** ('অরুন্তুদ'র দেখাদেখি); **মাত্র** (সংস্কৃতে 'মাত্রা' আছে, 'মাত্রচ্' প্রত্যয় আছে, স্বতন্ত্র মাত্র শব্দ নাই); **মূর্চ্ছাভঙ্গ** (সম্ভবতঃ 'উৎসাহভঙ্গ'); **অন্তঃশীলা** (অন্তঃসলিলা); **রাণী** ('রাজ্ঞী'র অপভ্রংশ); **বক্তৃমা** (বক্তৃতা); **বনানী** ('অরণ্যানী'র দেখাদেখি); **বালি** ('বালু'র অশুদ্ধ উচ্চারণ); **বিদায়** (সংস্কৃত ভাষায় দুই এক স্থলে ভিন্ন প্রয়োগ নাই); **বিদ্রূপ**; **ব্যবসা** (ব্যবসায়ের দ্রুত উচ্চারণ); **ব্যামো** (ব্যামোহ); **শীকার** (বাস্তবিক 'স্বীকারে'র অর্থবিশেষ নহে কি?); **সৌদামিনী** ('দামিনী' ও 'সৌদামনী' সংস্কৃতে আছে); **হুহুঙ্কার** (সংস্কৃত 'হুঙ্কার'; বাঙ্গালী বীরের জাতি, হুঙ্কারে কুলায় নাই, 'অভ্যস্ত' করিয়া হুহুঙ্কার করিয়া লইয়াছে!)।†

* শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় এইরূপ বলেন। আর্য্যাবর্ত্ত (১৩১৮) বৈশাখ সংখ্যায় 'পুরাতন প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য। 'অপরূপ' ও তিনি ধরিয়াছেন।

† লেখকের কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ বন্ধু সংস্কৃত প্রামাণিক অভিধানে কুহেলিকা, ভগ্নী, পুত্তলিকা, সৌদামিনী, আছে জানাইয়াছেন। প্রয়োগ পাইয়াছেন কি না জানান নাই। কেহ কেহ বলেন অমরকোষে 'সৌদামিনী' 'সৌদামনী'র অপপাঠ।

অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এম্, এ, মহাশয় সম্প্রতি সাহিত্যপরিষৎ-পত্রিকায় (১৭শ ভাগ অতিরিক্ত সংখ্যায়) প্রসঙ্গ-ক্রমে দেখাইয়াছেন,—**গঠিত** ('ঘটিত'র অপভ্রংশ); **চমকিত** ('চমৎকৃত'র সংক্ষেপ); **টিকা** ('তিলকে'র অপভ্রংশ, টীকা স্বতন্ত্র শব্দ); **পুনরায়** ('পুনর্ব্বারে'র অপভ্রংশ); **মাকুন্দ** (মৎকুণের অপভ্রংশ) ; **মিনতি** ('বিনতি'র অনুনাসিক উচ্চারণ) ; **বিজলী** বা **বিজুলী** ('বিদ্যুতে'র অপভ্রংশ); **ব্যভার** ('ব্যবহারে'র দ্রুত উচ্চারণ) ; **সরম** ('সম্ভ্রমে'র অপভ্রংশ)। অতএব এগুলিও বর্ণচোরা শব্দ।

(২) ভোলফেরা শব্দ।

১। বিসর্গবিসর্জ্জন করায় কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালায় ভোল ফিরিয়াছে, সমাসপ্রকরণে ও বাণান-সমস্যায় দেখাইব। কতকগুলি হসন্ত শব্দ অজন্ত করিয়া লিখিত হইতেছে, তাহাতে তাহাদিগেরও ভোল ফিরিয়াছে, সমাসপ্রকরণে ও বাণান-সমস্যায় দেখাইব। দুই চারিটি সংস্কৃত শব্দ কেহ কেহ চন্দ্রবিন্দু-সংযুক্ত করিয়া লিখিতেছেন, তাহাতে সেগুলিরও ভোল ফিরিয়াছে। যথা—কাঁচ, শাঁপ, তুঁষ, পূঁয, পাঁচন। শেষেরটি পাঁচের দেখাদেখি অলীক সাদৃশ্য-বশতঃ (false analogyতে) হইয়াছে ; বাস্তবিক ইহার পাঁচটি উপাদান নহে, ইহা পাচন (decoction) ক্বাথ।

২। 'অ'কার অনুচ্চারিত হওয়া বাঙ্গালায় একটা সংক্রামক ব্যাধি। কিন্তু কতকগুলি সংস্কৃত শব্দের শেষের 'অ'কার বাঙ্গালায় 'আ'কারে দাঁড়াইয়াছে। বোধ হয়, প্রকৃত উচ্চারণ করিতে গিয়া

ঝোঁক সামলাইতে না পারিয়া লোকে এইরূপ বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে। ইহা কি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের হ্রস্ব 'আ' উচ্চারণের চেষ্টা? উদাহরণ,—ষণ্ড (ষণ্ডা), মল (মলা বা ময়লা), ছল (ছলা), মূল (মূলা, দুই অর্থের প্রভেদ করিবার জন্য?), তূল (তূলা, তুলাদণ্ডের দেখাদেখি), তল (তলা), গল (গলা), ফেন (ফেনা), কাণ (কাণা), অলক তিলক (অলকা তিলকা), দেব (দেবা), রাম শ্যাম (রামা শ্যামা), তমস্ (তমসা), বচস্ (বচসা), মাম (মামা), পৃষ্ঠ (পৃষ্ঠা, 'পৃষ্ঠ' সাধারণ অর্থে আছে, কেহ কেহ বলিবেন, দুই অর্থের প্রভেদের জন্য দুইরূপ বাণান সুবিধা), চোর (চোরা), দার (দারা, নিত্য বহুবচন দারাঃ বিসর্গবিসর্জ্জন অথবা পুংলিঙ্গ দার শব্দের কল্পিত স্ত্রীলিঙ্গ), কণ্ঠ (চলিত ভাষায় কণ্ঠা), শিরোনাম (শিরোনামা), অষ্টমঙ্গল (অষ্টমঙ্গলা), একচ্ছত্র (একচ্ছত্রা), মন্বন্তর (মন্বন্তরা), পরিক্রম (পরিক্রমা, যথা কাশীপরিক্রমা, ব্রজপরিক্রমা ইত্যাদি), সুন্দরকাণ্ড, উত্তরকাণ্ড (সুন্দরাকাণ্ড, উত্তরাকাণ্ড ; লঙ্কাকাণ্ড প্রভৃতির দেখা-দেখি), দক্ষিণ (দক্ষিণা, দক্ষিণা বাতাস), নিষ্ফল (নিষ্ফলা ; যথা রবিবার নিষ্ফলা বার, এ মেঘ পশ্চিমে মেঘ, নিষ্ফলা যাবে না), নির্জ্জল (নির্জ্জলা ; যথা নির্জ্জলা দুধ), কর্ম্মনাশা (ও লোকটা কর্ম্মনাশা), চঞ্চল (চঞ্চলা ; স্ত্রীলোকেরা বলেন, 'ছেলেটা বড় চঞ্চলা'), সভা-উজ্জ্বলা জামাই ইত্যাদি।* এগুলি অবশ্য স্ত্রীলিঙ্গ

---

* 'আষাঢ় মাসের প্রবাসীতে 'বাংলা ব্যাকরণে তির্য্যক্ রূপ' প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরও অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

নহে। কেহ যদি বলেন, এগুলি খাঁটী বাংলা 'আ' প্রত্যয়, তবে নাচার। দুই এক স্থলে পদের আদিস্থিত বা পদমধ্যগত অকার আকার হইয়াছে। যথা আমাবস্যা দশহারা (সাধারণ উচ্চারণে), অনুপাম (প্রাচীন কাব্যে)। বাণান-সমস্যায় অন্যান্য প্রকারের উদাহরণ দিব।

কয়েকটি স্থলে অলীক সাদৃশ্যের দরুণ (false analogy তে) 'আ'কার আসিয়াছে। 'হাওয়া'র দেখাদেখি বাঙ্গালায় 'মলয়া' ছুটিয়াছে (মলয়ানিলের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ ?), 'ছায়া'র আকার থাকাতে 'কায়া'র আকার প্রকট হইয়াছে। এই আকারের সঙ্গে আমাদের সাকারোপাসনার কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে না কি ?

(৩) লিঙ্গবিচার।

সংস্কৃতব্যাকরণে লিঙ্গজ্ঞান সহজ নহে। ইহার দুইটী বিকট দৃষ্টান্ত সকলেরই জানা আছে। পত্নীবাচক হইয়াও 'কলত্র' শব্দ ক্লীবলিঙ্গ এবং 'দার' শব্দ পুংলিঙ্গ (ও নিত্য বহুবচন)। চেলীর পুঁটুলি কলাবৌ বঙ্গবধূকে দেখিয়া 'কলত্র'-শব্দের ক্লীবত্ব-নির্দ্দেশ ও কাছা-কোঁচা-দেওয়া মারাঠী নারীমূর্ত্তি দেখিয়া 'দার'শব্দের পুংস্ত্ব-নির্দ্দেশ, (এবং এরূপ পুরুষাকৃতি নারী একাই একশ বলিয়া নিত্য বহুবচনের ব্যবস্থা) হইয়াছিল কি না, বলিতে পারি না।

বিশেষ্যের বিশেষণপ্রয়োগ—পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ।

১। সংস্কৃত ভাষার ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় শব্দরূপের সময় লিঙ্গজ্ঞানের কোন প্রয়োজন হয় না। বিশেষ্যের বিশেষণপ্রয়োগের বেলায় লিঙ্গনির্ণয়ের প্রয়োজন উভয় ভাষাতেই আছে, তবে সমপরি-

মাণে নহে। বিশেষ্য স্ত্রীলিঙ্গ হইলে বিশেষণ যে স্ত্রীলিঙ্গ করিতেই হইবে, বাঙ্গালা ভাষায় তৎসম্বন্ধে খুব বাঁধাবাঁধি নাই। সাধারণ লেখকদিগের রচনায় স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বা পুংলিঙ্গ বিশেষণ দুই রকম চলিত; স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের একাধিক বিশেষণ থাকিলে কোনটা পুংলিঙ্গে কোনটা স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। অনেক সময় যেটা শুনিতে ভাল, সেটাই লেখা হয়। স্বয়ং বিদ্যাসাগর মহাশয় শকুন্তলার বিশেষণ কখন পুংলিঙ্গ কখন স্ত্রীলিঙ্গ ব্যবহার করিয়াছেন। পুংলিঙ্গ বিশেষণটি স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের পরে থাকিলে ক্রিয়ার বিশেষণ বলিয়া সেটাকে সমর্থনও করা যায়। 'অক্ষুণ্ণ ক্ষমতা', 'অমূলক শঙ্কা,' 'সুখদায়ক কল্পনা,' 'নিরর্থক ক্রিয়া', 'ভ্রমাত্মক ধারণা', সংস্কৃত ভাষা', 'প্রাকৃত ভাষা' ইত্যাদি বাঙ্গালার ধাতে বেশ সহিয়া গিয়াছে। এ সকল স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস করিলে ত সব লেঠাই চুকিয়া যায়। স্থানবিশেষে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ দিলে বিকট শুনায়। 'ভবিষ্যৎ পত্নী' বা 'ভাবী বধূ' না বলিয়া 'ভবিষ্যন্তী পত্নী' বা 'ভাবিনী বধূ' বলিলে বাঙ্গালায় শ্রুতিকটু হইয়া পড়ে। 'বৌটি পয়মন্ত' না বলিয়া 'পয়স্বিনী' বলিলে কেমন শুনায়! ফল কথা, এ সম্বন্ধে বাঙ্গালার প্রয়োগরীতি সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে স্বাতন্ত্র্যটুকু রাখাই ভাল নহে কি?

২। তবে সাধারণতঃ এরূপ শিথিলতা চলিলেও, ইন্, বিন্, তৃন্, মৎ, বৎ, ক্বসু প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয়ান্ত ও মহৎ বৃহৎ প্রভৃতি বিশেষণের বেলায় ইহা বড় কাণে লাগে। (এ সব স্থলে সমাস করিয়াছি বলা ত চলে না; কেন না, তাহা হইলে পূর্ব্বপদটি

প্রথমার একবচনে রাখা চলিবে না)। এক জন নব্য কবি লিখিয়াছেন,—'যত দূরে যাও, তত শোভা পাও, ধ্রুবতারা জ্যোতিষ্মান্'; আর এক জন নব্য কবি তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া লিখিয়াছেন,—'অশ্রুমুকুতার মালা তারি পাশে দ্যুতিমান্'; এখানে 'অশুদ্ধ যা' ব্যাকরণ', তা' মাপ করিতে হইবে কি? 'বিশ্বব্যাপী মহান্ শান্তি'তে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা নাই কি? বাঙ্গালা গদ্যে পদ্যে 'মহৎ প্রতিভা', 'সারবান্ রচনা', 'বলবান্ যুক্তি', 'ওজস্বী ভাষা', 'মর্ম্মভেদী বর্ণনা', 'বিশ্বব্যাপী জ্ঞানধারা', 'দীর্ঘকালব্যাপী চেষ্টা', 'বহুবর্ষব্যাপী ধনধারার বৃষ্টি', 'অর্দ্ধপৃথিবীব্যাপী পূজা', 'উপযোগী প্রণালী', 'স্থানোপযোগী প্রস্তাবনা', 'চিরস্থায়ী স্মৃতি', কিছুরই অভাব নাই, কেবল যা লিঙ্গজ্ঞানের অভাব! বাঙ্গালায় কোথাও 'অভ্রংলেহী চূড়া' দেখিতেছি, কোথাও 'যোজনব্যাপী সমাধিনগরী' দেখিতেছি, কোথাও 'ব্রহ্মপুত্র নদ' প্রবাহিত, কোথাও 'বলবান্ বা বেগবান্ শাখা'। এক দিকে 'অসিভল্লধারী মহারাষ্ট্রবামা রাজোয়ারা নারী', অন্য দিকে 'সমপাঠে সহযোগী কুরঙ্গনয়নী'। 'জাগ্রৎ দেবতা', 'মূর্ত্তিমান্ দয়া', 'বিশ্বদ্রাবী করুণা', 'মর্ম্মভেদী তীব্রতা', সবই সমান অসহ্য নহে কি? 'অপরাধী অভাগী জানকী', 'সাক্ষাৎ শরীরী ভগবতী' ও মৎস্য-বিক্রেতা জেলেনী'. এই ত্রিমূর্ত্তিরই সাক্ষাৎলাভ করিয়াছি। বাঙ্গালায় 'ক্ষমতাশালী লিপিব্যবসায়ী ব্যক্তি' মাঝে মাঝে দেখা দেন, 'বিদ্বান্ ও গুণী ব্যক্তি' ত সর্ব্বত্র। পক্ষান্তরে ইহাও স্বীকার করি, সংস্কৃতভাষার নিকট বাঙ্গালা ভাষা 'ঋণী' না বলিয়া 'ঋণিনী' বলিলে, ঋণটা অসহ্য হইত না কি? বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে 'সুখী' না করিয়া 'সুখিনী' করিলে প্রতাপ কি অধিকতর কৃতার্থ হইতেন?

৩। কিন্তু ইহা অপেক্ষাও উৎকট, পুংলিঙ্গ (বা ক্লীবলিঙ্গ) বিশেষ্যের স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ। 'পলাশীর যুদ্ধে'র 'পরাধীন স্বর্গবাস হ'তে গরীয়সী স্বাধীন নরকবাস' এখনও থাকিয়া থাকিয়া 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'র সুরে কাণে বাজিতেছে। বাঙ্গালার আসরে কোথাও বা, 'মোহিনী সঙ্গীত' বা 'সঞ্জীবনী মন্ত্র' শ্রুত হইতেছে, কোথাও বা 'অমানুষী তত্ত্ব' উদ্ঘাটিত হইতেছে, কোথাও বা 'মানুষী প্রেম' 'উছলিত' হইতেছে, কোথাও বা 'চিত্তহারিণী চিত্র' প্রদর্শিত হইতেছে, কোথাও বা 'মনোরঞ্জিনী সাহিত্য' সৃষ্ট হইতেছে ও 'নানাবিষয়িণী প্রবন্ধ' পঠিত হইতেছে, কোথাও বা 'শস্যশালিনী ভারতবর্ষে'র 'উর্ব্বরা ক্ষেত্রে'র কথা বিবৃত হইতেছে, কোথাও বা 'গর্ভিণী জীবনাশ' মহাপাপ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইতেছে। কেহ 'রামায়ণী গল্প' লিখিতেছেন, কেহ 'ঐশ্বর্য্যশালিনী পূর্ব্বপ্রদেশে'র 'মহীয়সী মহিমা' কীর্ত্তন করিতেছেম, কেহ 'বৈশাখী উৎসবে' মাতিয়াছেন, কেহ 'বাসন্তী উপহার' বিলাইতেছেন, কেহ 'অমানুষী শ্রম' স্বীকার করিয়া 'পেষণী চক্র' সবেগে ঘুরাইতেছেন, কেহ 'ভীমা অসি' করে চামুণ্ডারূপে সমর ভিতরে নাচিতেছেন। মেয়েলি ছড়ায় 'গুণবতী ভাইটি'র জন্য প্রাণ কেমন করে। 'মর্ম্মভেদিনী দীর্ঘনিশ্বাস', 'নিদ্রাসহচরী মোহ', 'লীলাময়ী কটাক্ষ', 'প্রেমময়ী মুখ', কিছুরই ত্রুটী নাই। 'কেশবর্দ্ধিনী তৈলনিষেকে' বাঙ্গালা সাহিত্য-বৃক্ষ 'ফলবতী' হইতে আর বাকী কি ? *

* 'লক্ষ্মী ছেলে' না বলিয়া 'নারায়ণ ছেলে', বলিতে হইবে কি ? ইহার উত্তরে বলিব উপমাচ্ছলে এখানে লক্ষ্মীর আবির্ভাব, বিশেষণবেশে নহে। পুরুষের সরস্বতী উপাধিও ঐ ভাবে।

ইমন্‌প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলির পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনের পদ (প্রেমের বেলায় কেবল ক্লীবলিঙ্গ) বাঙ্গালায় চলিত। সেগুলিকে আকারান্ত দেখিয়া স্ত্রীলিঙ্গ-ভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে। অস্‌ভাগান্ত শব্দের পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনের পদ (যথা চন্দ্রমাঃ) দেখিয়াও (বিসর্গ-বিসর্জ্জনে) এ গোল ঘটিতে পারে। 'কেশবর্দ্ধিনী তৈল, চন্দ্রমুখী তৈল, সুকুন্তলা তৈল' প্রভৃতি স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটিকে বিশেষণ না বলিয়া সংজ্ঞা বলিয়া ধরিলে গোল মিটিতে পারে। 'বাসন্তী রং' বা 'বসন্তী রং' খাঁটী বাংলা 'ঈ' প্রত্যয় ধরিলে চলিতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি যে অসাবধানতার ফল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

৪। আর এক জাতীয় উদাহরণ দিতেছি, সে সকল স্থলে বিশেষ্যটি স্ত্রীলিঙ্গ হইলেও সমাসবদ্ধ (অথবা প্রত্যয়ান্ত) থাকাতে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ 'সমস্ত' বা 'অসমস্ত' কোন ভাবেই সংস্কৃত-ব্যাকরণের নিয়মে চলিতে পারে না। অথচ পুংলিঙ্গ বিশেষণ বসাইলেও কেমন কেমন ঠেকে, উভয়-সঙ্কট। 'প্রস্তরময়ী মূর্ত্তিবৎ', 'প্রিয়তমা পত্নীস্বরূপ', 'জ্ঞানহীনা স্ত্রীলোক', 'সধবা স্ত্রীলোক', 'মানিনী স্ত্রীলোক,' 'অবলা স্ত্রীলোক', 'কৌতুকোচ্ছলিতা সখীদ্বয়', 'গঙ্গাযমুনানাম্নী নদীদ্বয়', 'ধৈর্য্যশীলা বধূকুল', 'পয়স্বিনী গাভীকুল', 'অন্তঃপুরবাসিনী দরিদ্রা মহিলাগণ', 'বীরবিনোদিনী বামাগণ', 'জলবিহারিণী কুলকামিনীগণ', 'আমাদিগের দেশীয়া কোমলাঙ্গী অবলা অঙ্গনাগণ', 'উৎকৃষ্টা যোষিদ্বর্গ', এগুলি লইয়া বড়ই বিব্রত হইতে হয়। প্রথম দুইটি উদাহরণে 'বৎ' প্রত্যয় ও 'স্বরূপে'র পরিবর্ত্তে 'মূর্ত্তির বা পত্নীর ন্যায়' লিখিলে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

পরের চারিটি স্থলে 'স্ত্রীলোক' 'স্ত্রীজাতি' বলিয়া সামলান যায়; অন্যগুলিতে 'দ্বয়', 'কুল', 'গণ', 'বর্গ' উঠাইয়া দিয়া খাঁটী বাংলা বহুবচনের চিহ্ন 'দিগ' 'রা' বসাইলে হাঙ্গামা মেটে। কিন্তু এ মীমাংসা কি টিকিবে? কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, এ সকল স্থলে সমাস হয় নাই, 'গণ', 'কুল', বর্গ, 'সমূহ', 'সকল', ইত্যাদি বহুবচনের চিহ্ন, বিভক্তি (inflection)। ('দ্বয়' শব্দ কি দ্বিবচনের বিভক্তি?)

স্ত্রী-প্রত্যয়।

১। স্ত্রীলিঙ্গে কোথায় 'আ' হইবে, কোথায় 'ঈ' হইবে, তাহা লইয়া বাঙ্গালা প্রাচীন ও আধুনিক উভয় সাহিত্যেই বেশ একটু গোলযোগ দেখা যায়। কবিতায় ও গানে বহু দৃষ্টান্ত আছে যথা—ত্রিনয়নী, করালবদনী, দিগম্বরী, প্রেমাধীনী, সুলোচনী, মৃগনয়নী, সুচারুবদনী, সুচিরযৌবনী (হেমচন্দ্র) ইত্যাদি; 'নীলবরণী' (বরণ শব্দ অপভ্রংশ হওয়াতে) খাঁটী বাংলার নিয়মে চলিতে পারে। বিবাহের নিমন্ত্রণপত্রে 'চতুর্থী কন্যা, পঞ্চমা কন্যা, (ষষ্ঠা বা ষষ্ঠমা!) কন্যা, সপ্তমা কন্যা'র দর্শনলাভ নিত্য ঘটনা। এক 'ষষ্ঠা কন্যা'র পিতাকে এই ভ্রম দেখাইতে গিয়া জবাব পাইয়াছিলাম—"তিথির বেলায় যা হইবে, কন্যার বেলায়ও কি তাই হইবে? কন্যা ত আর মা ষষ্ঠী নহেন! 'একাদশা কন্যা'র বেলায় কি 'একাদশী' লিখিয়া অকল্যাণ করিব?" এ উত্তরে আমি নিরুত্তর হইয়াছিলাম, কিন্তু বৈয়াকরণ নিরুত্তর হইবেন কি? এই 'ষষ্ঠা কন্যা'র পিতাকেই বেহাইনকে শ্যালিকার ন্যায় 'বৈবাহিকা' পাঠ লিখিতে দেখিয়াছি! স্ত্রীলোককে

পত্র লিখিবার সময় অনেকে বিশুদ্ধ করিয়া মঙ্গলাস্পদা, কল্যাণ-ভাজনা, ইত্যাদি পাঠ লেখেন। আস্পদ, ভাজন যে অজহল্লিঙ্গ, তাহা খেয়াল থাকে না। মেঘনাদবধ কাব্যে 'নায়কে ল'য়ে কেলিছে নায়কী'। অনেককে 'রজকী' 'নর্ত্তকী'র ন্যায় 'পাচকী'র চেষ্টা করিতে দেখিয়াছি। ব্যাকরণ অভিধানে যাহা মেলে না, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে পাইলেন কি না, জানি না। 'ভ্রমরী' 'চমরী'র পালের সঙ্গে 'অমরী' 'অপ্সরী'র আমদানী হইতে দেখি, রাজ্ঞীর দেখাদেখি 'সম্রাজ্ঞী'রও অভ্যুদয় হইয়াছে, 'উদাসীনী' রাজকন্যাও বিরল নহে। ব্যাকরণ মানিতে হইলে, 'প্রেমাধীনী', 'দিগম্বরী', 'সুলোচনী', 'মৃগনয়নী', 'সুচারুবদনী', 'সুচিরযৌবনী'দের কি দশা হইবে? 'নীলাম্বরী শাড়ী' লইয়াই বা কি হইবে? 'বধূবেশী সতী', 'অপূর্ব্ববেশী কন্যা', ইন্‌প্রত্যয়ান্ত বিশেষণের লিঙ্গবিপর্য্যয়ের উদাহরণ, না স্ত্রীপ্রত্যয়ে প্রমাদ, কে বলিয়া দিবে? এ সব স্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণ মানিতে হইবে না অভিনব 'বাংলা' ব্যাকরণে এগুলি সিদ্ধপ্রয়োগ বলিয়া গৃহীত হইবে?

২। 'ইনী' বা 'আনী' যোগ করিয়া কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ-পদ বাঙ্গালায় গঠিত ও ব্যবহৃত, সেগুলির সংস্কৃত ব্যাকরণে অস্তিত্ব নাই। চণ্ডীদাস 'রজকিনী'র চল করিয়াছেন। বলরাম দাস শ্রীরাধার চরণ-নূপুরে 'চটকিনী'র বোল শুনিয়াছেন। * সংস্কৃত-বিদ্যাবিশারদ মদনমোহন তর্কালঙ্কার অনুপ্রাস অলঙ্কারের খাতিরে (কুতুকিনী) 'চাতকিনী' কাব্যাকাশে উড়াইয়াছেন। বাঙ্গালা

* চরণে নূপুর শবদ সুন্দর যৈছে চটকিনী বোলই।

সাহিত্যারণ্যে 'পদ্মিনী', 'শঙ্খিনী' ও 'হস্তিনী'র সঙ্গে সঙ্গে 'নাগিনী, সর্পিণী, সিংহিনী, মাতঙ্গিনী, ভুজঙ্গিনী, বিহঙ্গিনী'র বহুলসমাগম; তরঙ্গিণীর কূলে 'কুরঙ্গিণী' বিচরণ করিতেছে; আশঙ্কা হয়, কোন্ দিন 'পুরুষিণী কোকিলিনী'রও সাড়া পাইব। ব্যাকরণের হিসাবে ব্রজের 'গোপিনী,' পাড়ার 'কায়স্থিনী' ও কাণাচের 'প্রেতিনী' 'পিশাচিনী' একই পদার্থ। 'উলঙ্গিনী' * ত 'পাগলিনী'র মত খাঁটী বাঙ্গালিনী কাঙ্গালিনী, তাহার সাত খুন মাপ। 'ননদিনী' বাঙ্গালায় একটি অদ্ভুত জীব। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরে সুন্দরীর 'নাপিতানী'বেশ। 'ইন্দ্রাণী, সর্ব্বাণী, রুদ্রাণী'র পাশে 'শূদ্রাণী', 'ঘোষাণী,' 'পণ্ডিতানী'কেও স্থান দিতে হইবে কি? 'সুকেশিনী', 'শ্যামাঙ্গিনী' বা 'শ্বেতাঙ্গিনী' বা 'হেমাঙ্গিনী' বা 'গৌরাঙ্গিণী' 'অর্দ্ধাঙ্গিনী' ত্যাগ করার পরামর্শ দিলে কেহ শুনিবেন কি? 'অনাথিনী', 'নির্দ্দোষিণী', 'নিরপরাধিনী', 'হতভাগিনী', 'দুরাচারিণী', প্রভৃতি লইয়াও বড় মুস্কিল। (সমাস-প্রকরণে এগুলির বিচার হইবে।)

খাঁটী বাংলা শব্দে খাঁটী বাংলা ইনী প্রত্যয় দিয়া কোনও কোনও স্থলে স্ত্রীলিঙ্গপদ নিষ্পন্ন হয় বটে, যথা সাপ সাপিনী, বাঘ বাঘিনী, উলঙ্গ উলঙ্গিনী, কাঙ্গাল কাঙ্গালিনী, পাগল পাগলিনী (পাগ্‌লী), গোয়াল বা গোয়ালা গোয়ালিনী বা গয়লানী, নাপ্তে বা নাপিত নাপ্তিনী বা নাপিৎনী। চলিত ভাষার জের সাধুভাষায় পর্য্যন্ত গিয়াছে। নাপ্তিনী বা নাপিৎনী ভব্যিযুক্ত হইয়া নাপিতানী

---

* বর্ণচোরা শব্দের ফর্দ্দ দেখুন।

হইয়াছে; গয়লানীর দেখাদেখি ঘোষাণী, বাঘিনীর দেখাদেখি ব্যাঘ্রিণী সিংহিনী, সাপিনীর দেখাদেখি সর্পিণী, ধোপানীর দেখাদেখি রজকিনী হইয়াছে স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু সংস্কৃত শব্দের উত্তর খাঁটী বাংলা প্রত্যয় করিয়া সোণার পাথর-বাটী গড়া উচিত কি? এরূপ দোআঁশলা শব্দের (hybrid word) প্রয়োজনই বা কি? কতকগুলি কবিপ্রয়োগ (poetic license) বলিয়া সোঢ়ব্য হইলেও গদ্যের ভাষায় চলিবে কি না, তাহাও বিচার্য্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রাচীন সাহিত্যেও এরূপ প্রয়োগ আছে, ইহা ইংরাজীনবীশ সম্প্রদায়ের হাল আমদানী নহে।

ক্লীবলিঙ্গ।

পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ লইয়াই যখন এই বিভ্রাট্, তখন আবার পুংলিঙ্গ-ক্লীবলিঙ্গ-ভেদের জের সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালায় চালাইতে গেলে ব্যাপার সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইবে। মনে মনে কোষ বা লিঙ্গানুশাসন ঘুষিয়া, লিঙ্গ ঠিক করিয়া, বলবান্ নিয়ম, বলবৎ প্রমাণ, বলবতী যুক্তি, হৃদয়স্পর্শী প্রবন্ধ, হৃদয়স্পর্শি বাক্য, হৃদয়স্পর্শিনী বক্তৃতা, এত ধরিয়া লেখা চলিবে কি? বলা বাহুল্য, সংস্কৃত ব্যাকরণে, পুংলিঙ্গ-স্ত্রীলিঙ্গ-ভেদ যত সহজ লক্ষণে চেনা যায়, পুংলিঙ্গ-ক্লীবলিঙ্গ-ভেদ তত সহজে ধরা যায় না। অতএব বাঙ্গালায় ক্লীবলিঙ্গ পুংলিঙ্গ সবই পুংলিঙ্গ, এইরূপ একতরফা ডিক্রী দিলেই আমার যেন ভাল বোধ হয়। *

* এই পর্য্যন্ত ময়মনসিংহ সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত হইয়াছিল।

(৪) সুবন্ত ও তিঙন্ত প্রকরণ।

বাঙ্গালায় সুবন্ত ও তিঙন্ত পদের সাধারণতঃ ব্যবহার নাই, কেন না, বাঙ্গালায় শব্দরূপ ধাতুরূপ স্বতন্ত্র প্রকারের। তথাপি কয়েকটি তিঙন্ত পদ বাঙ্গালায় মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, যথা, বৈষ্ণবপদাবলীতে ও কীর্ত্তনে দেহি ও কুরু; প্রাচীন কাব্যে ছিন্দি ভিন্দি, সংহর, স্মর, ত্রাহি, জয় জয়, অস্তু (তথাস্তু, সিদ্ধিরস্তু, জয়োঽস্তু, দীর্ঘায়ুরস্তু); দীয়তাং ভুজ্যতাম্; (আশ্চর্য্যের বিষয়, সবগুলিই অনুজ্ঞার পদ); অস্তি (নাস্তি, যৎপরোনাস্তি, আস্তিক, নাস্তিক); মাভৈঃ (বিসর্গ-বিসর্জ্জন হইতে দেখা যায়)। 'যৎপরোনাস্তি' কি সংস্কৃতে আছে?

বাঙ্গালায় সুবন্ত পদের চল তিঙন্ত পদ অপেক্ষা অধিক। কতক-গুলি স্থলে প্রথমার একবচনের পদ বাঙ্গালায় মূল শব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যথা পিতা, মাতা, সখা, বিদ্বান্, রাজা, সম্রাট্, গুণী, হনূমান্, শ্রীমান্, শর্ম্মা, আত্মা, ইত্যাদি। 'দম্পতি' নিত্য দ্বিবচন বলিয়া, প্রথমার দ্বিবচন 'দম্পতী' কেহ কেহ বাঙ্গালায় লেখেন; আবার কেহ কেহ সোজাসুজি 'দম্পতি' লেখেন। 'বলবন্ত, বুদ্ধিমন্ত, জ্ঞানবন্ত,' প্রভৃতি বাঙ্গালায় চলিত; এগুলি যদি সংস্কৃতপদ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, বিসর্গবিসর্জ্জন হইয়াছে ও বহুবচনান্ত পদ একবচনে চলিয়াছে। * 'অগত্যা', 'বস্তুগত্যা,' 'যেন তেন প্রকারেণ' এই তৃতীয়ার একবচনের পদগুলি ব্যবহৃত হইতেও দেখা যায়। মম, তব, ষষ্ঠীর পদ পদ্যে চলে। অন্যান্য ষষ্ঠীর পদ, যস্য, অস্য, কস্য,

---

* "জীবন্ত, জ্বলন্ত, চলন্ত, ভাসন্ত" এ গুলি কি শতৃপ্রত্যয়ান্ত পদ, বিসর্গবিসর্জ্জন ও একবচনে ব্যবহার হইয়াছে? (ভাস্ ধাতু আত্মনেপদী)।

তস্য, তস্যাঃ (অস্যার্থঃ)। হঠাৎ, তৎক্ষণাৎ, দৈবাৎ, বলাৎ (বলাৎকার), অকস্মাৎ, প্রসাদাৎ, প্রমুখাৎ, সারাৎ (সার), পরাৎ (পর), এই পঞ্চমীর পদগুলিও চলিত। 'কস্মিন্' এই সপ্তমীর পদটি 'কস্মিন্ কালে' এই পদসঙ্ঘে (phraseএ) চলিত।

চিঠি লেখার প্রাচীন রীতিতে, খতপত্রে, আদালতের কাগজে, অনেক গুলি শুদ্ধ অশুদ্ধ সুবন্ত পদ চলিত আছে, যথা অধিকন্তু, কিমধিকমিতি। 'শকাব্দাঃ'র বিসর্গবিসর্জ্জন হইতে দেখা যায়। 'কার্য্যম্' শুদ্ধ পদ, কিন্তু 'কার্য্যঞ্চাগে' কি কার্য্যঞ্চাগ্রে ? 'বরাবরেষু,' (পার্শী বরাবর) 'সমীপেষু'র দেখাদেখি চলিত হইয়াছে। হসন্তকে অজন্তভ্রমে 'নিরাপদেষু' চলিয়াছে। বিসর্গবিসর্জ্জনে 'দীর্ঘায়ুনিরাপদেষু' চলিয়াছে। 'শ্রীচরণেষু', 'মঙ্গলাস্পদেষু' প্রভৃতি সপ্তমীর পদ খুব চলিত। 'মঙ্গলাস্পদাসু' 'কল্যাণভাজনাসু' সম্বন্ধে লিঙ্গবিচারে বিচার করিয়াছি। 'পরমপোষ্টাবরেষু' সমাসপ্রকরণে 'পিতাস্বরূপে'র দলে পড়িবে। 'মাহমাবরেষু'ও প্রায় ঐ গোত্র। 'পরমকল্যাণবরেষু'তে পুনরুক্তিদোষ ঘটিয়াছে। শর্ম্মণঃ, বর্ম্মণঃ, দেব্যাঃ, দাস্যাঃ প্রভৃতি ষষ্ঠীর পদ নাম-সহিতে চলে। এগুলিতেও কখন কখন বিসর্গবিসর্জ্জন হইতে দেখা যায়। 'দেব্যাঃ, দাস্যাঃ' ও 'দেবী, দাসী'র মধ্যে একটা আজগবি প্রভেদ বাঙ্গালায় চলিত। প্রথম যোড়াটি বিধবার বেলা ও দ্বিতীয় যোড়াটি সধবার বেলা প্রযুক্ত হয়। ইহার হেতু কি ?

সম্বোধন-পদের ব্যবহার লইয়া বাঙ্গালায় বেশ একটু গোল দেখা যায়। কেহ সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে চলেন, কেহ চলেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর দৃষ্টান্ত—'ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয় ?' 'কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,' 'পর্ব্বতদুহিতা নদী দয়াবতী

তুমি,' 'আজ শচীমাতা কেন চমকিলে ?', 'সাবধান, সাবধান, ওরে মূঢ়মতি,' 'এই না, ইংলণ্ডেশ্বরী, রাজত্ব তোমার ?', 'হা দগ্ধ বিধাতা রে' ইত্যাদি। আমার মনে হয়, শব্দটির রূপান্তর না করিয়া অবিকল রাখিয়া দিলে বাঙ্গালায় ভাগবত অশুদ্ধ হয় না। তবে ঋকারান্ত শব্দের বেলায় এবং অন্য কতকগুলি স্থলে অবশ্য প্রথমার একবচনকেই (বাঙ্গালার নিয়মে) মূল শব্দ বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। ঋকারান্ত শব্দের বেলায় প্রথমার একবচনকে মূল শব্দ বলিয়া ধরিয়া লওয়াতে কিন্তু এক অনর্থ ঘটিয়াছে। দুহিতার সম্বোধনে 'দুহিতে' দেখিয়াছি, মিতের দেখাদেখি 'পিতে' কবির গানে যাত্রাগানে পাঁচালীতে শুনিয়াছি। মাতে, ভ্রাতে, এখনও হইতে দেখি নাই।

মৎ, বৎ, ইন্, বিন্ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত (অন্‌ভাগান্ত ইন্‌ভাগান্ত) শব্দের বেলায়ও পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচন মূল শব্দ বলিয়া গৃহীত হয় এবং সম্বোধনে ঐ রূপই অবিকৃত থাকে ; যথা 'দ্রৌপদী কাঁদিয়া কহে বাছা হনূমান্,' 'বৃথা এ সাধনা তব হে ধীমান্,' 'কেন শশী, পুনরায় গগনে উঠিলি রে ?', 'অহে বঙ্গবাসী জান কি তোমরা ?', 'শুন শুন ওহে রাজা করি নিবেদন' ইত্যাদি। কেহ কেহ 'রাজন্' 'শশিন্' 'ধনিন্' ইত্যাদি সংস্কৃতানুরূপ প্রয়োগ করেন। পদ্যে ও গানে যেখানে যেমন সুবিধা, সেখানে সেইরূপ লেখা হয়। এ স্বাধীনতাটুকু কি থাকা উচিত নহে ?

কিন্তু এক সম্প্রদায় লেখক উৎকট মৌলিকতা দেখাইয়া 'শশি, ধনি' ইত্যাকার লিখিতেছেন। এক জন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীণ লেখক একটু রঙ্গরসের অবতারণা করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছেন—'শশি, তুমি রাগই কর আর যাই কর, তোমাকে শশিন্ বলিয়া সম্বোধন করিতে

পারিব না'। অবশ্য, শশী রাগ করিয়াছেন কি না, চন্দ্রলোক হইতে আজও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। তবে 'শশি' বলিলে শশীর রাগ করিবার কথা; লেখকগণ খেয়াল করেন না যে, 'শশি' বলিলে শশীকে রীতিমত ক্লীবলিঙ্গে পরিণত করা হইল! 'ধনি' সম্বন্ধেও সেই কথা। গানে স্ত্রীলোককে যে 'ধনী' বলা হয়, সেটা কি? যে সকল লেখক সংস্কৃত ব্যাকরণের মারপেঁচের ভিতর যাইতে চাহেন না, তাঁহারা সোজাসুজি পুংলিঙ্গের প্রথমার একবচনটা সম্বোধনে বাহাল রাখিলেই পারেন। উৎকট মৌলিকতা দেখাইবার চেষ্টা না করিলেই ভাল হয়।

সম্বোধনে বিস্ময়-চিহ্ন দেওয়া বাঙ্গালায় একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

(৫) তদ্ধিত ও কৃৎ প্রকরণ।

তদ্ধিত ও কৃৎপ্রত্যয়ান্ত কতকগুলি দুষ্টপদ বাঙ্গালায় চলিত। কতকগুলি স্থলে (false analogyতে) অলীক সাদৃশ্য দেখিয়া পদগুলির উদ্ভব হইয়াছে। স্থানে স্থানে বন্ধনীর মধ্যে শুদ্ধ পদটি দিয়াছি।

তদ্ধিত।

পঞ্চম, সপ্তম এর দেখাদেখি ষষ্ঠম } এ তিনটি
দশম ,, ,, দ্বাদশম } পদ কচিৎ
মধ্যম ,, ,, জ্যেষ্ঠম } দেখা যায়।

অবণ্যানীব ,, বনানী। আধুনিক বচনায় খুব চলিত।

শ্রীমান্ এব .. লক্ষ্মীমান্ } স্ত্রীলোকের
বুদ্ধিমান্ এব .. জ্ঞানমান্ } মুখে শুনা
হনূমান্ এব .. ভাগ্যমান্ } যায়. কেতাবেও দেখা যায়।

মদীয়, ত্বদীয়, তদীয় ব,, যাবদীয় তাবদীয় (যাবতীয় তাবতীয়)।

তথাচ ও তত্রাপিব ,, তত্রাচ।

কদাচ ও ক্বচিৎএব .. কদিচ্ (চলিত কথা)।

ইষ্ঠ, অনিষ্টব ,, ঘনিষ্ঠ. (ঘনিষ্ঠ, ইষ্ঠ প্রত্যয়)

রথীব ,, দাশরথী (দাশরথি)।

ওষধির ,, ঔষধি (ঔষধ)।

বাহ্যিক (বাহ্য)। সৌকার্য্য (সৌকর্য্য)।

(৵০) দ্বিবার্ষিক, ত্রিবার্ষিক, বাজনীতিক, দ্বৈবার্ষিক, ত্রৈবার্ষিক, বাজনৈতিক, দুই রূপই হয় কি?

(৶০) চতুর্দ্দিক্‌ময়, জগৎময়।

এ দুইটি স্থলে সন্ধি হয় নাই কেন? ইহা কি খাঁটী বাংলা স্বতন্ত্র 'ময়' প্রত্যয় (যেমন ঘরময় জল, পথময় কাদা)?

(৶০) ঘোরতর. গুরুতর, গাঢ়তর, বহুতর—শব্দগুলির বাঙ্গালায় যেরূপ অর্থে ব্যবহার হয়, তাহাতে সন্দেহ হয়, এগুলি সংস্কৃত উৎকর্ষবাচক 'তর' প্রত্যয় কি খাঁটী বাংলা স্বতন্ত্র 'তর' প্রত্যয় (যথা বেতর. কেমনতর, এমনতর)?

(।০) সৎ শব্দের দুই অর্থের প্রভেদ করিবার জন্য এক অর্থে 'সত্তা' ও অন্য অর্থে 'সততা' পদ প্রস্তুত করা হয়। শেষেরটির বেলায় শব্দটিকে অজন্ত করিয়া লওয়া হয়। অদ্ভুত!

(।/০) বুদ্ধিমন্তঃ, জ্ঞানবন্তঃ, লক্ষ্মীমন্তঃ (লক্ষ্মীবন্তঃ), প্রভৃতি বহুবচনান্ত

পদের বিসর্গবিসর্জ্জন করা হয় ও একবচনে প্রয়োগ করা হয়। ইহা কি খাঁটী বাংলা স্বতন্ত্র প্রত্যয়?

(।৵০) সংস্কৃত শব্দের প্রথমার একবচনকে বাঙ্গালায় মূল শব্দ বলিয়া ধরাতে নিম্নলিখিত অশুদ্ধ পদগুলি হইয়াছে—স্বামীত্ব, কর্ত্তাত্ব, চন্দ্রমাবৎ, আত্মাময়, মহিমাময়, কালিমাময়, ভাগ্যবান্‌তর (মাইকেল!)

(।৶০) কেহ কেহ 'ইতিমধ্যে' 'ইতিপূর্ব্বে' অশুদ্ধ বলেন, 'ইতোমধ্যে' 'ইতঃপূর্ব্বে' শুদ্ধ বলেন। কেন, তাঁহারাই জানেন। কেহ কেহ আবার 'ইতোপূর্ব্বে' লিখিয়া বসেন।

(॥০) বক্তিমতা, প্রসারতা, বিমর্ষতা, উৎকর্ষতা, ঔৎকর্ষ, সখ্যতা, মৈত্রতা, ঐক্যতা, হ্রাসতা, লাঘবতা, সৌজন্যতা, আধিক্যতা (ইহা হইতেই কি বাঙ্গালা আধিক্যিতা?), শমতা, শীলতা, এগুলিতে ভাবার্থক প্রত্যয় দোকর করা হইয়াছে। বৈবক্তি, বৈভব ঠিক ওরূপ না হইলেও স্বার্থিক প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন; বিরক্তি, বিভব দ্বারাই উহাদের অর্থ প্রকাশ করা যায়। নিরাকার অর্থে নৈরাকার, নিরাশ অর্থে নৈরাশ, বিমুখ অর্থে বৈমুখ প্রাচীন কাব্যে দেখা যায়। 'সৌগন্ধ', 'অনবধানতা', 'অজ্ঞানতা', বহুব্রীহি করিয়া রাখা যায়। সংস্কৃতে 'কুতূহল', 'কৌতূহল' দুইই বিশেষ্য আছে।

(॥/০) মান্যমান্‌, আবশ্যকীয়। এখানে বিশেষণের উত্তর প্রত্যয় করিয়া আবার বিশেষণ করা হইয়াছে।

(॥৵০) শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম। এখানে উৎকর্ষবাচক প্রত্যয় দোকর করা হইয়াছে।

(॥৶০) পৌত্তলিক, সাহিত্যিক, মানব হইতে মানবিক ও মানবীয়, বৈষ্ণবীয়, নামীয়, নামিক। এগুলি ভুল না হইলেও বাঙ্গালায় উদ্ভাবিত, সংস্কৃতে বোধ হয় প্রয়োগ নাই।

(৸০) স্বত্ব ও সত্তা ও সত্ত্ব (গুণ) এই তিনটি শব্দের বাণানে গোল হইতে দেখা যায়।

(৸/০) খাঁটী বাংলা শব্দে কখন কখন সংস্কৃত প্রত্যয় লাগাইয়া দোআঁশলা পদ নির্ম্মাণ করা হয়। যথা, আমিত্ব, ছোটত্ব, বড়ত্ব, হিন্দুত্ব, একঘেয়েত্ব; এরূপ উদাহরণ খুব কম, কিন্তু সাহিত্যে বেশ চলিত। এগুলি ব্যাকরণের যত্বণত্ব ও ন্যায়শাস্ত্রের ঘটত্ব-পটত্বর মতই কর্কশ নহে কি?

কৃৎ প্রত্যয়।

অরুন্তুদ ব দেখাদেখি **মর্ম্মন্তুদ**
আবহমান ব ,, **প্রবহমাণ**
বোরুদ্যমান ব ,, **রুদ্যমান**
অযশস্কর' ব ,, **লজ্জাস্কর**
পোষ্য ব ,, **চোষ্য** (চূষ্য)
গৃহীত ব ,, **গৃহীতা** (গ্রহীতা)
সজ্জিত র ,, **মজ্জিত** (মগ্ন)
(ণিচ্ করিলে রাখা যায়)
চূর্ণিত ব ,, **পূর্ণিত**
উদীয়মান ব ,, **অস্তমান** (অস্তমান বহুব্রীহি ?)

'উদীযমান' অনেকে ভুল বলেন। কিন্তু উৎ + ঈ দিবাদিগণীয (গত্যর্থক) আত্মনেপদী আছে, অতএব ইহা শুদ্ধ (শানচ্ কর্ত্তৃবাচ্যে)।

(৵০) অনট্ প্রত্যয়।

(১) **সৃজন** (সর্জ্জন)। ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত চালাইয়াছেন। প্রাচীন কাব্যেও দেখা যায়। বিসর্জ্জনে তাল ঠিক আছে।

(২) **সিঞ্চন** (সেচন)। ৺ বঙ্কিমচন্দ্র চালাইয়াছেন। প্রাচীন কাব্যেও নাকি আছে।

(৩) **বিকীরণ** (বিকিরণ)। বিকীর্ণব দেখাদেখি ? কিরণে তাল ঠিক আছে।

৪। **উদ্গীরণ** (উদ্গিরণ)। উদ্গীর্ণব দেখাদেখি ?

(৫) লিখন, মিলন, লেখন, মেলন } দুইই ঠিক।

(৵০) ক্ত প্রত্যয়।

আহরিত (আহৃত, ণিজন্ত করিলে আহারিত)।
উচ্ছন্ন (উৎসন্ন)। প্রাকৃতের নিয়মে সন্ধি।
সিঞ্চিত (সিক্ত, ণিজন্ত সেচিত) ; 'সঞ্চিত'র দেখাদেখি ?
গ্রন্থিত (গ্রথিত)।
সৃজিত (সৃষ্ট, ণিজন্ত করিলে সর্জ্জিত)।
বিসর্জ্জিত (বিসৃষ্ট) ণিজন্ত করিলে রাখা যায়।
খনিত (খাত, ণিজন্ত খানিত)।
চয়িত (চিত) ণিজন্ত চায়িত।
বপিত (উপ্ত, ণিজন্ত বাপিত)।
শায়িত (শয়িত) ণিজন্ত করিলে রাখা যায়।
বরিত (বৃত) **বিবরিত** (বিবৃত) ণিজন্ত করিলে বারিত।
কর্ত্তিত (কৃত্ত) ণিজন্ত করিলে রাখা যায়।
নিমজ্জিত (নিমগ্ন) ণিজন্ত করিলে রাখা যায়।

জানিত (জ্ঞাত, খাঁটী বাংলা 'জানা' ধাতু)।

প্রবর্ত্ত (প্রবৃত্ত, উচ্চারণদোষ, যেমন ব্রত বর্ত্ত)।

পক্ক (পক্ব)।

ক্ষুব্ধ (ক্ষুভিত); পণ্ডিতজনের মুখে শুনি ক্ষুব্ধ শব্দের পারিভাষিক অর্থ আছে।

ইচ্ছিত (ইষ্ট)

স্পর্শিত (স্পৃষ্ট) ণিজন্ত করিলে রাখা যায়।

প্রহারিত (প্রহৃত) ণিজন্ত করিলে রাখা যায়।

অনুবাদিত (অনূদিত)

অবিসংবাদিত (অবিসংবাদী লেখাই সুবিধা)

কেহ কেহ 'তারকাদিভ্য ইতচ্' এই তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া সামলাইতে চাহেন. কিন্তু এগুলি ঐ সূত্রের স্থল কি না, তাহা বিচার্য্য।

চপলিত, প্রফুল্লিত, ব্যাকুলিত, নিঃশেষিত, বিহ্বলিত, উদ্বেলিত এ কয়টি স্থলে 'ক্ত' বা ইতচ্ (তদ্ধিত) উভয়ই অযুক্ত; **একত্রিত** আরও অযুক্ত, কিন্তু খুব চলিত; **'একত্রীভূত', 'একত্রীকৃত'ও** লিখিতে দেখি। এগুলিও অশুদ্ধ। প্রথম কয়েকটি স্থলে নামধাতু করা চলে কি ? 'ব্যাকুলিত' পঞ্চতন্ত্রে দুই এক স্থলে আছে।

জ্ঞাতার্থে, তদ্দৃষ্টে, বয়ঃপ্রাপ্তে (পদ্মিনী উপাখ্যান). **সশঙ্কিত, সভীত, সচকিত, সচেষ্টিত** প্রভৃতি স্থলে 'ভাবে ক্ত' করিলে চলে না কি ? সংস্কৃত ভাষায় 'চেষ্টিত' প্রভৃতি পদ ভাবে ক্ত করিয়া প্রায়ই সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালায় ভাবে ক্ত নাই কি ? ইহার একটা **'বিহিত'** করিতে হইবে, এখানে ভাবে ক্ত নহে কি ?

'আপনার পত্র পাইয়া সকল সমাচার **জ্ঞাত** হইলাম' এখানে **জ্ঞাত** শব্দের কিরূপে অন্বয় হইবে ? কর্ত্তৃবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় ধরিতে হইবে কি ?

(৶০) ণক প্রত্যয়।

কৃষক (কর্ষক)
পর্য্যটক (পর্য্যাটক) } খুব চলিত।

'ণক'. প্রত্যয় না করিয়া অন্য প্রকারে নাকি 'কৃষক' 'পর্য্যটক' সাধা যায়।

(।০) শানচ্ প্রত্যয়।

ঘূর্ণায়মান (ঘূর্ণ্যমান)

কম্পবান (কম্পমান, তদ্ধিত প্রত্যয় করিলে কম্পবান্।)

(।৵০) শতৃ প্রত্যয়।

'অজানত', ধরিলাম শতৃপ্রত্যয়ান্ত পদ, বাঙ্গালায় অজন্ত হইয়াছে। 'বাগত', 'করত', 'হওত' এগুলি কি?

(।৶০) *তব্য, অনীয়, য।

(১) বর্ণিতব্য (বর্ণয়িতব্য)
(২) পরিত্যাজ্য (পরিত্যাজ্য)
(৩) দোষণীয় (দূষণীয়)
(৪) সহ্যনীয় (সহনীয়)
(৫) গ্রাহ্যণীয় (গ্রহণীয়)
(৬) মান্যনীয় (মাননীয়)

এ তিনটী স্থলে "অনীয়" "য" দুইই হইয়াছে!

(৭) দুষ্পাচ্য, সুপাঠ্য, দুর্ব্বোধ্য, সুবোধ্য, প্রভৃতি নাকি 'য' প্রত্যযের স্থল নহে; দুষ্পচ ইত্যাদি হইবে। বাঙ্গালায এ ব্যবস্থা টিকিবে না।

(এ) পণ্ডিতজনের মুখে শুনি, 'হত্যা' একা বসিলে বা পূর্ব্বপদ হইলে, (যথা হত্যাকারী, হত্যাকাণ্ড) 'য' প্রত্যয় হয় না। পরপদ হইলে শুদ্ধ প্রয়োগ,—জীবহত্যা, ভ্রূণহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা।

(।৷৵০) বিবিধ।

(১) দয়াল (দয়ালু) তদ্ধিত প্রত্যয়।

(১) নিন্দুক (নিন্দক)
(২) জাগরুক (জাগরূক)
(৩) সমুদায়, সমুদয় দুইই ঠিক।
(৪) সম্ উপসর্গযুক্ত সম্মান, সম্মতি, সম্মত, সম্মিলন, সম্মুখ, অনেকে সন্মান, সন্মতি ইত্যাদি বাণান (ও উচ্চারণ) করেন। সৎ শব্দের সঙ্গে সন্ধি করিলে এরূপ হইতে পারে। তবে ইহা নিতান্ত কষ্টকল্পনা।

(৫) জীবন্ত, জ্বলন্ত, চলন্ত, ভাসন্ত; এগুলি কি শতৃ প্রত্যয়ান্ত পদের বহুবচনের বিসর্গবিসর্জ্জন ও একবচনে ব্যবহার হইযাছে? 'বসন্ত' শব্দের ন্যায সংস্কৃত 'অন্ত' প্রত্যয় হইয়াছে কি?

(৬) বিশেষ্য-বিশেষণে গোলযোগ।

১। কতকগুলি বিশেষণ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। যথা, **আবশ্যক** (ইহার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই), **ভদ্রস্থ** (এখানে ভদ্রস্থ নাই), **অগ্রাহ্য** (তিনি এ কথাটা অগ্রাহ্যের সুরে বলিলেন), **মতিচ্ছন্ন** (তোমার মতিচ্ছন্ন ধরিয়াছে), **মান্য** (তোমার মান্য বাড়িয়া গিয়াছে), **সাক্ষী**=সাক্ষ্য (সে সাক্ষী দিবে), **সাধ্য** (আমার সাধ্য নাই, 'সাধ্য নহে' ঠিক), **চেতন** (চেতন পাইয়া), **সাবকাশ** (আমার সাবকাশ নাই), 'সৌরভ' অর্থে **সুরভি**। সম্ভ্রান্তশালী, সহ্যাতীত, সাধ্যাতীত, আয়ত্তাধীন, অধীনস্থ, খ্যাতাপন্ন, এ সকল স্থলে **সম্ভ্রান্ত, সহ্য, সাধ্য, আয়ত্ত, অধীন, খ্যাত**, এগুলিকে বিশেষ্য ধরা হয় নাই কি ? **ভব্যিযুক্ত** (ভব্যযুক্ত) এখানে ভব্য ভব্যতা অর্থে বসে নাই কি ?

২। পক্ষান্তরে, কতকগুলি বিশেষ্য বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালায় 'হওয়া বা করা' দিয়া অধিকাংশ ক্রিয়াপদ নির্ম্মাণ করিতে হয়। 'হওয়া' দিয়া যে সব ক্রিয়াপদ হইয়াছে, সেইগুলিতেই এই দোষ আসিয়া পড়িয়াছে। যথা, স্কুল **বন্ধ** হইয়াছে (পূর্ব্ববঙ্গে 'বন্ধ' হইয়াছে বলে, সেইটাই শুদ্ধ), এক্ষণে **বিদায়** হই, তিনি **আরোগ্য** হইয়াছেন, এ কথায় বড় **সন্তোষ** বা **পরিতোষ** হইলাম, ইহা বেশ **উপলব্ধি** হইতেছে, তিনি নির্বিঘ্নে **প্রসব** হইয়াছেন, সে ঘোর **উন্মাদ** হইয়াছে, আপনার অনুগ্রহেই আমি **প্রতিপালন** হইতেছি, তাঁহার নাম **লোপ** হইবে ('নাম-লোপ' সমাস করিলে আর গোল নাই), তিনি **মৌন** রহিলেন, দেবতা **অন্তর্ধান** হইলেন, কি কথায় কি কথা **উৎপত্তি** হইল, তুমি

অপমান হইবে (অপ-মান বহুব্রীহি চলে কি ?), **চৈতন্য** হইয়া দেখিলাম (কমলাকান্ত)।

৩। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলি একটু স্বতন্ত্র। তাঁহাকে বড় **বিমর্ষ** দেখিলাম, ঘরখানি **পরিষ্কার** পরিচ্ছন্ন, স্থানটি **ধ্বংসপ্রায়**, সে **নিশ্চয়** আসিবে, ইহা অতীব **প্রয়োজন**, সম্মুখে **সমূহ** বিপদ্। 'অতিশয়' ও 'বিশেষ' প্রায়ই বিশেষণ-রূপে বসে। **কল্যাণবর** এখানে 'কল্যাণ' বিশেষণ। সংস্কৃত ভাষায়ও এই তিনটি শব্দ বিশেষণ হয়। ইমন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দকে অনেকে বিশেষণ-রূপে ব্যবহার করেন (রক্তিমা রক্তিম হইয়া যায়, নীলিমা নীলিম হইয়া যায়।)

পুনরুক্তিদোষ ও অবাচকতা-দোষ।

পুনরুক্তি।

১। সহ শব্দ যোগে। **সবিনয়-পূর্ব্বক, সাবধান-পূর্ব্বক, সকাতরে, সকৃতজ্ঞ-হৃদয়ে, সক্ষম, সঠিক, সচঞ্চল, সচেষ্টিত, সচকিত, সভীত, সশঙ্কিত।** প্রথম দুইটি স্থলে 'সহ' যোগ করিয়া আবার 'পূর্ব্বক' লাগান দোষের হইয়াছে। সবিনয়ে, সাবধানে লিখিলেই ত চলে। অন্য স্থলগুলিতে বিশেষণের সঙ্গে সহ যোগ করা হইয়াছে। 'সচেতন' 'সকরুণ' 'সপ্রমাণ' ভুল নহে, কেন না 'চেতনা' 'করুণা' 'প্রমাণ' ভাবার্থক বিশেষ্যপদ আছে ; 'ক্ষমা' শব্দেরও যদি ক্ষমতা অর্থে চল থাকিত, তাহা হইলে 'সক্ষম'ও ঠিক হইত। 'সচেষ্টিত' প্রভৃতি সম্বন্ধে কৃৎপ্রকরণে বিচার করিয়াছি।

২। ভাবার্থক প্রত্যয় দুইবার লাগান। তদ্ধিত প্রকরণের (॥০) দেখুন।

৩। যেখানে বহুব্রীহি হইতে পারিত, সেখানে কর্ম্মধারয় বা তৎপুরুষ সমাস করিয়া অস্ত্যর্থক প্রত্যয়যোগ। যথা, **অতিবুদ্ধিমান্, মহাভাগ্যবান্** (চৈতন্যভাগবতে), **সাবধানী, নির্দ্দোষী, অরোগী, নীরোগী, নির্ধনী, নিরপরাধী, নির্ব্বিরোধী, পশুধর্ম্মী, বিধর্ম্মী, সুগন্ধী, স্থূলচর্ম্মী, বহুরূপী, মহারথী, মহাপাপী,** খুব চলিত। সংস্কৃত ব্যাকরণেও নাকি ইন্ প্রত্যয় দিয়া দুই এক স্থলে বহুব্রীহি হয় (যথা সর্ব্বধনী।)

'ইনী' দিয়া স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে, স্বীকার না করিলে, নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ পদগুলি (ইন্ প্রত্যয় করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' ধরিলে) এই শ্রেণীতে পড়ে। যথা, **অনাথিনী, নির্দ্দোষিণী, নিরপরাধিনী, দুরাচারিণী, সুকেশিনী, হেমাঙ্গিনী, শ্বেতাঙ্গিনী, গৌরাঙ্গিণী, শ্যামাঙ্গিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী, চৈতন্যরূপিণী, জ্ঞানস্বরূপিণী, রুদ্ররূপিণী।**

৪। **আবশ্যকীয়, মান্যমান্,** এ দুইটি স্থলে বিশেষণের উত্তর আবার বিশেষণবাচক প্রত্যয় করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ **মান্যনীয়, গণ্যনীয়, গ্রাহ্যণীয়, সহ্যনীয়,** এ সকল স্থলে 'য' ও 'অনীয়' উভয় প্রত্যয়ই করা হইয়াছে।

৫। **শ্রেষ্ঠতর, শ্রেষ্ঠতম।** এখানে উৎকর্ষবাচক প্রত্যয় দুইবার করা হইয়াছে।

৬। বিবিধ। **পরমকল্যাণবর, বিবিধপ্রকার, কিরূপপ্রকার, এবংপ্রকারে, যদ্যপিও, তথাপিও,** (বাঙ্গালা 'ও'

'অপি'র অপভ্রংশ, কেননা সংস্কৃত 'অপি' বাঙ্গালীর মুখে 'ওপি') **যদ্যপিস্যাৎ, কেবলমাত্র, সমতুল্য** (সমতুল ঠিক)।

ঊর্দ্ধোন্মুখ সমতুল্য প্রভৃতির মত পুনরুক্তিদোষদুষ্ট। **বিকচোন্মুখ, প্রফুল্লোন্মুখ, স্খলিতোন্মুখ** এ গুলি কি?

যোগাযোগ, মতামত, পারাপার, ভরাভর বোধ হয় বাঙ্গালা শব্দদ্বৈতের নিয়মে হইয়াছে; (যথা, টপাটপ, গবাগব ইত্যাদি) এস্থলগুলিতে দ্বিতীয়পদে নঞর্থ সূচিত হইতেছে কি?

অবাচকতা-দোষ।

আগত কল্য, কিঞ্চিৎ বুঝাইতে **কথঞ্চিৎ**, বর্ত্তমান অর্থে **বক্ষ্যমাণ, অত্রস্থান**, চক্ষুঃ মুদ্রিত অর্থে **মুদিত**, পঠদ্দশা অর্থে **পাঠ্যাবস্থা**। এ প্রয়োগগুলি অদ্ভুত। **সশরীরে উপস্থিত** প্রায়ই দেখা যায়। অশরীরেও উপস্থিত হওয়া যায় নাকি? তীর্থ দর্শন করা অর্থে **তীর্থ করা** ও গয়ায় পিণ্ড দেওয়া অর্থে **গয়া করা**, চলিত ভাষায় শুনা যায়। এখানে কি লক্ষণা হইয়াছে?

(৮) সমাসপ্রকরণ।

১। 'সমস্ত' পদ এক সঙ্গে না রাখিয়া অনেক মুদ্রিত পুস্তকে পদগুলির মধ্যে বেশ একটু ব্যবধান রাখা হয়। 'বাঘ' একদিকে থাকিল আর তা'র 'ছাল' আর এক দিকে থাকিল; 'মাথা' এক পাড়ায় 'ব্যথা' আর এক পাড়ায়; 'এক বাক্যে' একবাক্যত্ব-রক্ষা হইল না; 'উভয় তীরস্থ,' 'সরোবর তীরে' ইত্যাদি স্থলে দুইটি পদের মধ্যে যেন এক একটি নদীর ব্যবধান! এইরূপ ব্যবস্থায় কবি উমাপতিধর 'ধর' উপাধিধর বলিয়া অবধারিত হইয়া পড়েন! ভীমসেন কোন্

দিন বা বৈদ্য জাতির মধ্যে পড়িবেন! এই দোষ অবশ্য কম্‌পোজিটরের অজ্ঞতায় ও প্রুফরীডারের শিথিলতায় ঘটে। এ বিষয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বাঙ্গালা লেখকসম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয়। নাম লেখার সময়, বংশগত উপাধি স্বতন্ত্র লিখিলে বাঙ্গালায় চলিতে পারে, কিন্তু নামের পদদ্বয় (কোথাও কোথাও পদত্রয়) একত্র লেখা উচিত; কেন না সেগুলি 'সমস্ত' পদ। ইংরাজী কায়দায় L. K. Banerjee লেখাও সঙ্গত নহে, কেন না F. J. Rowe নামে যেমন দুইটী স্বতন্ত্র Christian name, হিন্দুর নামে সেরূপ নহে। L. Banerjee সঙ্গত, অথচ সেটাকেই অনেকে সাহেবী মনে করেন।

২। কেহ কেহ আসক্তি-চিহ্ন (hyphen) দিয়া পদগুলির সংযোগ নির্দ্দেশ করেন। বলা বাহুল্য, ইংরাজীর (compound wordএর) নকলে এরূপ করা যায়; তবে ইংরাজীতে সর্ব্বত্র (অর্থাৎ সকল compound word এর বেলায়) এ ব্যবস্থা নাই। হিসাবমত ধরিতে গেলে এ ব্যবস্থা সমাস-স্থলে ঠিক নহে, কেন না যখন 'একপদীকরণং সমাসঃ' তখন পদগুলি একেবারে যুড়িয়া যাওয়াই ঠিক। দীর্ঘসমাসস্থলে বা যেখানে অর্থগ্রহে খট্‌কা লাগিতে পারে (ambiguity), সে সকল স্থলে অর্থগ্রহের সুবিধার জন্য আসক্তিচিহ্ন দেওয়া মন্দ নহে।

৩। চলিত বাঙ্গালা শব্দে বা আরবী পার্শী ইংরাজী শব্দে ও খাঁটি সংস্কৃত শব্দে সমাস হইতে দেখা যায়। এরূপ দোআঁশলা পদ এক সম্প্রদায় পরিত্যাগ করিতে বলেন, কিন্তু অনেকগুলি এতই চলিত যে সেগুলিকে ভাষা হইতে নির্ব্বাসন করা বড় সহজ না।

যথা কমল আঁখি (প্রাচীন কবিতায়, এখানে সন্ধি নাই), জগৎভরা (এখানেও সন্ধি হয় নাই), সজোরে, সজাগ, সঠিক, নির্ভুল, মাথাব্যথা, মা'রমূর্ত্তি, কাযকর্ম্ম, বিত্তপসার (এই কথাটি বরিশালে শুনিয়াছি), পসারপ্রতিপত্তি, করযোড়ে, কোণঠেসা, আত্মহারা, আপনা-বিস্মৃত, পত্নিহারা, মুখচোরা, মুখপোড়া, বানরমুখো, এক-চোখো, নাড়ীছেঁড়া, এলোকেশী, ডাকযোগে ; তৌজিভুক্ত, নথিভুক্ত, আসামীশ্রেণীভুক্ত, অকুস্থল, বিলাতপ্রত্যাগত; সবুট, কোটপ্যাণ্টধারী, য়ুরোপপ্রবাসী, ইংলণ্ডেশ্বরী, লিষ্টিভুক্ত, স্কুলভবন, আফিসগৃহ ; ইত্যাদি। পক্ষান্তরে গ্যাসালোকিত, হীরামণিখচিত, আলোরক্ষা, গোগাড়ী কেমন কেমন শুনায়। 'শকুন্তলাতত্ত্বে' 'ফোটনোন্মুখ', 'ফুল ও ফলে' 'ফোটনোন্মুখী,' এই জাতীয় উদাহরণ না ছাপার ভুল ?

৪। নিম্নলিখিত 'সমস্ত' পদগুলিতে একটু বিশেষত্ব পরিলক্ষিত হয়। যথা, 'বাক্য বা প্রবন্ধরচনায়,' 'শিক্ষা ও অভ্যাসসাপেক্ষ,' 'সকর্ম্মক ও অকর্ম্মকভেদে,' 'শকুনি গৃধিনী ও শিবাকুল,' 'ভয় ও ভক্তিমিশ্রিত,' 'দুঃখ ও শোকপরিপূর্ণ,' 'অর্থ ও সময় অভাবে,' 'আমিষ ও নিরামিষ আহার,' 'পাটনা, কাশী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, নাগপুর, লাহোর, এমন কি সুদূর কোয়েটাপ্রবাসী,' ইত্যাদি। এ সকল স্থলে বীজগণিতের নিয়মে শেষ পদটি উভয় অংশের সাধারণ সম্পত্তি (common factor) বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে কি ? "সাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ" ব্যাকরণের এইরূপ কোন সূত্রে ইহার মীমাংসা হয় কি ? বাঙ্গালায় এক রূপ প্রয়োগরীতি আছে, যথা, নীতি ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত, ক্ষুদ্র ও মহতের প্রভেদ,

বিদ্যা ও বুদ্ধির বলে; এ সকল স্থলে শেষ পদে বিভক্তি দিলেই চলে। উপরি-নির্দ্দিষ্ট সমাসগুলির বেলায়ও কি সমাসের শেষ পদটি বিভক্তির মত সাধারণ সম্পত্তি (common factor) ?

৫। সমাসে প্রত্যয়ের বা প্রত্যয়ের অংশবিশেষের লোপ, বিভক্তিলোপ, আদেশ, আগম, প্রত্যয় প্রভৃতি যে সকল রূপান্তর সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে ঘটে, বাঙ্গালায় অনেকস্থলে তাহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। [পক্ষান্তরে, বাঙ্গালায় এমন কতকগুলি আগম, আদেশ প্রভৃতি হইতে দেখা যায়, যাহা সংস্কৃত ব্যাকরণে লেখে না; যথা নিশিদিন, এই স্থলে নিশা বা নিশ্ স্থানে নিশি আদেশ (অলুক্ সমাসের স্থল নহে), হৃদিবৃন্দাবন, এখানে হৃদ্ স্থানে হৃদি আদেশ (এখানেও অলুক্ সমাসের স্থল নহে), সমভূম, মানভূম, বীরভূম, সিংহভূম এই চারিটি স্থলে ভূমি স্থানে ভূম আদেশ; মরুভূম, বঙ্গভূম, রঙ্গভূমও দেখিয়াছি। বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র 'নিশি, 'হৃদি' ও ভূম' শব্দ কল্পনা করিতে হইবে কি ?] উদাহরণ দিতেছি।—

(৵০) পূর্ব্বপদ ঋকারান্ত। বিধাতাপুরুষ, পিতারূপী, দুহিতা-নির্ব্বিশেষে, ভ্রাতাদ্বয়, দুহিতামঙ্গল, পিতাস্বরূপ, হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা, শাসনকর্ত্তারূপে, বিধাতা-নির্ম্মিত, সবিতাদেব, স্বসাসুখ (হেমচন্দ্র), শ্রোতাগণ, ক্রেতাগণ, বক্তাগণ। পরপদ ঋকারান্ত, সভ্রাতা (সভ্রাতৃক হইবে)।

(৶০) পূর্ব্বপদ অন্‌ভাগান্ত বা ইন্‌ভাগান্ত। যুবাপুরুষ, আত্মাপুরুষ, পরমাত্মারূপে, রাজাভ্রমে, রাজাপ্রজাসম্বন্ধ, ব্রহ্মাবিষ্ণু-মহেশ্বর, ব্রহ্মাকমণ্ডলে (কমণ্ডলুতে) (হেমচন্দ্র), মহাত্মাগণ,

দুরাত্মাগণ, রাঘবশর্ম্মাসমভিব্যাহারে, শর্ম্মাকর্ত্তৃক, মহাত্মাদ্বয়, রক্তিমা-বর্ণ, মহিমারঞ্জন, মহিমানাথ, মহিমাপ্রচার, মহিমাধ্বজা (হেমচন্দ্র), মহিমাহার (হেমচন্দ্র), মহিমাকিরণে (হেমচন্দ্র), গরিমাবৃদ্ধি (মহিমা বা গরিমার পর একটা 'আ' উপসর্গ ধরিব ?) ; হস্তীপৃষ্ঠে, তপস্বীবেশে, পক্ষীশাবক, শিখীপুচ্ছ, শিখীসহ, বাজীপৃষ্ঠে, বনকরীযূথ, অশ্বারোহীদ্বয়, অধিবাসীবর্গ, স্বামীগৃহে, স্বামীপুত্র, স্বামীরত্ন, রোগীচর্য্যা, পরীক্ষার্থীমাত্রেই, প্রাণীশূন্য, শশীরশ্মি (হেমচন্দ্র), শশীভূষণ, গুণীগণ, গুণীবিশারদ (হেমচন্দ্র), সাক্ষী-স্বরূপ, ধনীদরিদ্র, সন্ন্যাসীদত্ত, শাস্ত্রীবিরচিত, বৈরীপদধূলি কারা-বন্দীসম প্রাণীহাহাকার (হেমচন্দ্র), কেশরীনাদ, প্রাণীবৃন্দ, উত্তরাধিকারীবিরহিতা। [আবার কেহ কেহ 'স্বামিসেবা' 'রোগি-চর্চ্চা'র দেখাদেখি, 'পত্নিপ্রেম', 'সতিমহিমা' লিখিয়া বসেন। অবশ্য-কতকগুলি স্ত্রীলিঙ্গ পদে বিকল্পে হ্রস্ব ই আছে, যথা—যুবতী, যুবতি।]

(৶০) পূর্ব্বপদ বৎ, মৎ, শতৃ, স্যতৃ প্রভৃতি প্রত্যয়ান্ত (তান্ত)। ভগবান্ চন্দ্র, হনূমান্ প্রসাদ, ভগবান্ প্রদত্ত, কীর্ত্তিমান্‌গণ। জগবন্ধু, জগমোহন এই দুইটিস্থলে 'ৎ' র লোপ প্রাকৃতের নিয়মে হইয়াছে। হসন্তবর্ণকে অজন্তভ্রমে—জগত-জীবন, জগত-মাতা, বিদ্যুতাগ্নি, বিদ্যুত-অনলে, তড়িত-কিরণ (সব কয়টি হেমচন্দ্রের কবিতাবলীতে আছে)।

(।০) পূর্ব্বপদ অস্‌ভাগান্ত বা বিসর্গান্ত। বিসর্গবিসর্জ্জনে এই পদগুলি হইয়াছে। কুযশকাহিনী (ভারতচন্দ্র), যশ-পিপাসা (হেমচন্দ্র), চক্ষুকর্ণের, চক্ষুলজ্জা, চক্ষুরোগ, চক্ষুদান, চক্ষুদ্বয়,

চক্ষুপীড়া, চক্ষুগোচর, চক্ষুজল, দীর্ঘায়ুলাভ, আয়ুক্ষয়, আয়ুহীন, ধনুদণ্ডে (হেমচন্দ্র) (সংস্কৃতে নাকি ধনু শব্দ আছে), জ্যোতীন্দ্র, জ্যোতীশ, তেজসখা, তেজসম্পন্ন, তেজেন্দ্র, তেজেশ, শিরশোভা, শঙ্করশিরশোভিনী, রক্ষেন্দ্র, স্রোতমুখে, স্রোতমধ্যে, স্রোতশীলা, স্রোতবেগে, স্রোতাভ্যন্তরে, সদ্যোদ্ভিন্ন, সদ্যোন্মুক্ত, সদ্যবিধবা, অপগণ্ড, বয়ক্রম, বক্ষোপরি, বক্ষবসন, ছন্দৈশ্বর্য্য, ছন্দালোচনা, মনমত, মনচোরা, মনমরা, মনহর, মনসাধ, মনপ্রাণ, মনমোহন, মনমোহিনী, মনকল্পিত, মনাগুন, মনান্তর, মনচিত্রে, (হেমচন্দ্র)। অস্‌ভাগান্ত শব্দের প্রথমার একবচনকে মূলশব্দভ্রমে চন্দ্রমাকিরণে মহিমাকিরণ। পরপদ অস্‌ভাগান্ত। সতেজ, নিস্তেজ (কৃত্তিবাস ঠিক, কেননা সংস্কৃতে নাকি বস্ত্র অর্থে 'বাস' শব্দ আছে), প্রফুল্লমন (বহুব্রীহি), অন্যমনা, দৃঢ়চেতা, অহরহ (বিসর্গবিসর্জ্জন)। অস্‌-ভাগান্ত শব্দকে অজন্ত করিয়া লইয়া 'বয়সোচিত' হইয়াছে, অপ্সরস্ শব্দের প্রথমার একবচনের পদ 'অপ্সরাঃ' কল্পিত করিয়া লইয়া তাহার বিসর্গবিসর্জ্জনে অপ্সরা হইয়া অপ্সরাগণ (ভারতচন্দ্র) হইয়াছে ? অপ্সরা আকৃতি (হেমচন্দ্র); সংস্কৃতে নাকি আকারান্ত অপ্সরা শব্দ আছে। অপ্সর শব্দও বাঙ্গালায় দেখি।

[বিসর্গান্ত শব্দকে বিকল্পে অকারান্ত ধরিবার সংস্কৃতেও নাকি নজীর আছে। 'পিণ্ডং দদ্যাৎ গয়াশিরে' 'অর্ঘ্যং দদ্যাৎ শিরোপরি', এইরূপ শিষ্টপ্রয়োগ থাকাতে 'শির' শব্দও আছে, কেহ কেহ বলেন।]

(।/০) বিবিধ। মহারাজা (মহারাজ; আগে সমাস না করিলে মহারাজ্ঞী চলে, তবে মহারাজের স্ত্রীলিঙ্গ নহে), উভচর

(উভয়চর ; বিদ্যাসাগর মহাশয় চালাইয়াছেন), নিরাশা (নিরাশ ; নিরাশা স্ত্রীলিঙ্গে চলে), মহদুপকার মহদাশয় (ষষ্ঠীতৎপুরুষে চলে, কর্ম্মধারয়ের সঙ্গে অর্থভেদ যথেষ্ট), পিতামাতা (মাতাপিতা), পিতৃমাতৃহীন (মাতাপিতৃহীন), পিতৃমাতৃঅঙ্কে (মাতাপিত্রঙ্কে !), সত্যসখা (বহুব্রীহি সমাস হইলে চলে, নতুবা সত্যসখ), প্রিয়সখা (প্রিয়সখ), হৃদয়সখা (হৃদয়সখ), সখাভাবে (সখিভাবে); সখারূপে (সখিরূপে), স্ফুরন্তযৌবনা (স্ফুরদ্‌যৌবনা), বিদ্বান্‌সমাজ (বিদ্বৎসমাজ)।

সুগন্ধী [সুগন্ধি ; 'সুগন্ধ' শব্দে ইন্ প্রত্যয় ধরিলে পুনরুক্তি (tautology) হয়], অতিমাত্রা (অতিমাত্র), পন্থানুসরণ (পথ্যনুসরণ), অসৎপন্থাচারিণী (অসৎপথচারিণী), খ্রীষ্টপন্থা (খ্রীষ্টপথ)। নানকপন্থী কবীরপন্থী কি ব্যাকরণ-পরিপন্থী নহে ? পথশ্রম, পথরোধ, পথপ্রদর্শক (পথিন্ শব্দ হইলে পথি হইবে, সংস্কৃতে নাকি 'পথ' শব্দও আছে), অহোরাত্রি, দিবারাত্রি, দিনরাত্রি, অহর্নিশি, দিবানিশি, দিবসনিশায় (হেমচন্দ্র) (অহোরাত্র, দিবারাত্র, দিনরাত্র, অহর্নিশ, দিবানিশ)।

সমর্থনের যুক্তি।

কতকগুলি স্থলে সংস্কৃত পুংলিঙ্গের (ঋকারান্ত শব্দের বেলায় স্ত্রীলিঙ্গেরও) প্রথমার একবচনের পদ বাঙ্গালায় মূল শব্দ বলিয়া স্বীকার করিলে এ সমস্ত সমাসের সমর্থন চলে। যথা বাঙ্গালায় পিতৃ শব্দ নহে পিতা শব্দ, মাতৃশব্দ নহে মাতা শব্দ, সখিশব্দ নহে সখা শব্দ, আত্মন্ শব্দ নহে আত্মা শব্দ, স্বামিন্ শব্দ নহে স্বামী শব্দ,

হনূমৎ শব্দ নহে হনূমান্ শব্দ। এইরূপ বণিক্, সম্রাট্, বিদ্বান্, মহিমা, চন্দ্রমা, যুবা। বাস্তবিকও ত প্রথমান্ত শব্দগুলিতেই বাঙ্গালায় বিভক্তি লাগান হয়, যথা পিতার (পিতৃর নহে) স্বামীকে (স্বামিন্‌কে নহে)। পিতৃমাতৃহীন, পিতৃমাতৃঅঙ্কে এ দুইটি স্থলে সমাসে বাঙ্গালায় কিন্তু ব্যতিক্রম দেখা যায়। আমরা মহতের লিখি, মহানের লিখি না। এস্থলেও ব্যতিক্রম। আপদের বিপদের লিখি, সুহৃদের লিখি, পরিষদের লিখি; বোধ হয় দ্ কারান্ত শব্দের বেলায় এই ব্যতিক্রম হয়। যাহা হউক, বাঙ্গালায় মহৎ, মহান্, মহা * শব্দত্রয়, পন্থাঃ, পন্থা, পথ শব্দত্রয়, চক্ষুঃ চক্ষু চক্ষ শব্দত্রয়, দিক্ দিক দিশ দিশা দিশি শব্দপঞ্চক, নিশা নিশি শব্দদ্বয়, হৃৎ হৃদি শব্দদ্বয়, ভূমি ভূম শব্দদ্বয়, উপরি উপর শব্দদ্বয়, বলবান্ বলবৎ বলবন্ত ইত্যাদি ধরণের শব্দত্রয়, আছে বলিলে প্রশ্নটি অনেক সরল হয়। গণ, সমূহ, বৃন্দ, কুল, চয়, বর্গ শব্দগুলিকে বহুবচনের চিহ্ন (বিভক্তি), 'দ্বারা' 'কর্ত্তৃক' 'সহ' 'সমভিব্যাহারে'কে করণকারকের চিহ্ন (বিভক্তি বা postposition) ধরিয়া লইলেও সুবিধা হয়।

পূর্ব্বপ্রদত্ত যুক্তির খণ্ডন।

ইহার উত্তরে অপর পক্ষ বলেন, যখন সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত শব্দে সন্ধিসমাস হইবে, তখন সংস্কৃতের ধাতটা ঠিক বজায় রাখাই সুযুক্তি। যখন 'রা', 'দিগ' 'দিগের' প্রভৃতি খাঁটি বাংলা বিভক্তি দিয়া বহুবচন করিতেছ, তখন খাঁটি বাংলার নিয়মে কর। কিন্তু সংস্কৃত-শব্দ-যোজনাকালে সংস্কৃতব্যাকরণের নিয়ম বাহাল রাখাই কর্ত্তব্য।

---

* নতুবা 'মহা আনন্দ' 'মহা আস্ফালন' হয় না

লেখকদিগের শিক্ষা ও সংস্কারের তারতম্য অনুসারে উভয় প্রকার প্রয়োগই চলিত দেখা যায়।

সাবধানী, নির্দ্দোষী, নির্ব্বিরোধী, অরোগী, নীরোগী, নিরপরাধী, কৃতাপরাধী (বঙ্কিমচন্দ্র), নির্ধনী, মহারথী, মহাপাপী, বহুরূপী, সুগন্ধী, বিধর্ম্মী, পশুধর্ম্মী, স্থূলচর্ম্মী, অতিবুদ্ধিমান্, মহাভাগ্যবান্, ও স্ত্রীলিঙ্গে সুকেশিনী, অনাথিনী, নির্দ্দোষিণী, নিরপরাধিনী, দুরাচারিণী, শ্যামাঙ্গিনী, শ্বেতাঙ্গিনী, গৌরাঙ্গিণী, হেমাঙ্গিনী, অর্দ্ধাঙ্গিনী, রুদ্ররূপিণী, চৈতন্যরূপিণী, জ্ঞানস্বরূপিণী।

এ গুলির বিষয় পুনরুক্তিদোষ-প্রকরণে বলিয়াছি। সংস্কৃত ব্যাকরণে, ইন্ প্রত্যয় দিয়া বহুব্রীহি দুই এক স্থলে হয় (যথা সর্ব্বধনী)।

(৯) সন্ধি।

১। সমাসস্থলে সন্ধি অপরিহার্য্য, সংস্কৃত ব্যাকরণের এই নিয়ম। কিন্তু বাঙ্গালায় ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়। এক পক্ষ বলেন, বাঙ্গালায় এ সকল স্থলে সন্ধি করিলে শ্রুতিকটুদোষ হয়। প্রতিপক্ষ বলেন ; "সংস্কৃতভাষার ন্যায় শ্রুতিমধুর ভাষা জগতে অতি অল্পই আছে। সংস্কৃতভাষায় সন্ধি করিলে শ্রুতিমধুরতা নষ্ট হয় না, আর বাঙ্গালার বেলায় হয় ? তবে কি বুঝিব, বাঙ্গালা লেখকদিগের মাধুর্য্যবোধশক্তি কালিদাস-বাণভট্ট-শ্রীহর্ষ-জয়দেব অপেক্ষাও অধিক ?" ইহারও একটা জবাব সম্প্রতি মিলিয়াছে। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী বলিয়াছেন, প্রাকৃত ভাষাগুলি সংস্কৃতভাষা অপেক্ষা অধিকতর শ্রুতিমধুর ও 'গউড়বহো' এবং কর্পূরমঞ্জরী হইতে এই

মতের পোষক প্রমাণও দিয়াছেন। ('সংস্কৃতে প্রাকৃতপ্রভাব', প্রবাসী ফাল্গুন ১৩১৭)। বাঙ্গালা কথাবার্ত্তার ভাষায় সন্ধি না করার দিকে একটা ঝোঁক দেখা যায়। আমরা শত অন্ন বলি শতান্ন বলিনা, শাক অন্ন বলি শাকান্ন বলিনা, ষোড়শ উপচারে পূজা বলি ষোড়শোপচারে বলি না, রক্ত আমাশয় বলি রক্তামাশয় বলি না, জ্বর অতিসার বলি জ্বরাতিসার বলি না। তবে কথাবার্ত্তার এই বিশেষত্বটুকু লিখিত ভাষায়ও থাকা উচিত কিনা তাহা বিচার্য্য।

২। এ সকল স্থলে সমাস করি নাই বলিয়া পার পাইবার যো নাই। কর্ম্মধারয় সমাসের বেলায় না হয় এ কথা বলিলেন; কেননা বাঙ্গালায় যখন বিশেষণে বচনকারক বুঝাইতে বিভক্তি দেওয়ার নিয়ম নাই, স্ত্রীলিঙ্গ (বা ক্লীবলিঙ্গ) বিশেষ্যের বিশেষণ পুংলিঙ্গ হইলেও চলে, তখন কোন একটা স্থলে কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে কি না, বলা কঠিন। তবে অবশ্য অসমস্ত পদ হইলে ব্যবধান থাকা উচিত। [সমাস করিলে অন্‌ভাগান্ত ইন্‌ভাগান্ত অস্‌ভাগান্ত প্রভৃতি শব্দ পূর্ব্বপদ হইলে সে গুলির প্রথমার একবচন কিন্তু 'সমস্ত' ভাবে চলিবে না।] কিন্তু দ্বন্দ্ব বা তৎপুরুষ (বহুব্রীহির ত কথাই নাই) সমাসের বেলায় সমাস না করিলে কিরূপে অর্থপ্রকাশ হইবে এবং কি করিয়াই বা অন্বয় হইবে? দ্বন্দ্ব সমাসেও না হয় বলা যাইতে পারে, উভয়পদের মধ্যে 'ও' বা 'এবং' উহ্য আছে; বাঙ্গালার প্রয়োগরীতিতে যখন তিন চারিটি এককারকের পদের বেলায় শেষ পদটির পূর্ব্বে 'ও' 'বা' 'এবং' দিলে চলে (যথা—রাম সত্য ও হরিকে ডাক) তখন এরূপও চলিতে পারে। কিন্তু তৎপুরুষের বেলায় কি উপায়? 'কার্য্য উদ্ধার করা' এখানে না হয় উদ্ধারকে ক্রিয়াপদের

অংশ ধরিলাম, ষষ্ঠীতৎপুরুষের প্রয়োজন হইল না; কিন্তু, 'কার্য্য উদ্ধারকল্পে', এখানে কি হইবে? 'বঙ্গমাতা উদ্ধারের'ই বা কি উপায়? বাঙ্গালায় 'দ্বারা' 'কর্ত্তৃক' প্রভৃতিকে যেমন বিভক্তি-চিহ্ন (বা postposition) ধরিয়া লওয়া হয়, 'অনুসারে' 'অনুযায়ী' 'অবলম্বনে' 'উপলক্ষে' 'কল্পে' প্রভৃতিকে সেইরূপ ধরা চলে কি? আকর্ষণ প্রভৃতির (verbal nounএর), ক্রিয়াপদের ন্যায়, কর্ম্ম থাকিতে পারে, এইরূপ ধরিলে 'ভক্তি আকর্ষণের' প্রভৃতি স্থলে সমাস হয় নাই, বলা চলে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, "বাঙ্গালায় কৃদন্ত পদের কর্ম্ম থাকে, যথা 'অন্ন আহার', এ সব স্থলে কর্ম্মকারকে বিভক্তি থাকে না" (সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা, অষ্টমভাগ প্রথম সংখ্যা 'বাঙ্গালা ব্যাকরণ')। এই মত গ্রাহ্য হইবে কি?

পদ্যে এইরূপ উদাহরণ খুব বেশী। হেম বাবুর কবিতাবলীতে প্রায় প্রতি পত্রে উদাহরণ পাইয়াছি। ছন্দের খাতিরে এরূপ হইয়া পড়ে বলিয়া সমর্থন করা চলে। কিন্তু সংস্কৃতভাষায় ছন্দের জন্য ত এতদূর শিথিলতা আসে না।

(১) দ্বন্দ্ব সমাসে সন্ধির অভাব।

স্বরসন্ধি—সমার্থ বা বিপরীতার্থ বা সমপর্য্যায় শব্দযুগ্মকে সমাস।

(/০) **সমার্থ**—* অর্চ্চনা আরাধনা, আমোদ আহ্লাদ, আরাম

---

* দ্বন্দ্বসমাসে সমার্থ শব্দব্যবহার বাঙ্গালার একটা বিশেষত্ব। কখন দুইটি শব্দই সংস্কৃত কখন একটি সংস্কৃত অপরটি চলিত শব্দ, কখন একটি সংস্কৃত বা অপভ্রংশ শব্দ, অপরটি পার্শী বা আরবী। যথা, ভ্রমপ্রমাদ, পসারপ্রতিপত্তি, ভুলভ্রান্তি, বাছবিচার, ঝগড়াবিবাদ, কাজিয়াকলহ। আলঙ্কারিকেরা ইহাকে নিরর্থকতাদোষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

আনন্দে, আদর আপ্যায়নে, উদ্যোগ আয়োজন, উদ্যম উৎসাহ, ধন-ঐশ্বর্য্য, রত্ন আভরণ, ইত্যাদি।

(৶৹) **বিপরীতার্থ**—ক্ষমতা অক্ষমতা, মান অপমান, ন্যায় অন্যায়, শুদ্ধ অশুদ্ধ, পক্ক অপক্ক ইত্যাদি।

(৶০) **সমপর্য্যায়**—অজ্ঞতা অনভিজ্ঞতা, অভাব অভিযোগ, অনাদর অত্যাচার, আকৃতি অবয়ব, দেবতা ব্রাহ্মণ অতিথির, নিদ্রিত অচেতন, সত্য অহিংসাদি, ধর্ম্মঅর্থসুখমোক্ষদায়িকে, কুণ্ঠাউৎকণ্ঠা, বন উপবন, বেদ উপনিষদ্, হুহুঙ্কার উত্তেজনায়, কলিঙ্গ-উৎকলের, রথ অশ্বের, পুরাণ-ইতিহাস, বিষ্ণুইন্দ্র, অজ ইন্দুমতী, ইত্যাদি।

(২) তৎপুরুষ ও অন্যান্যসমাসে সন্ধির অভাব।

(৵০) **স্বরসন্ধি**—পুলক-আলোকে, সংযম-অভ্যাস, সময়-অভাবে, বিদ্যাবিনয়-অলঙ্কৃত, যবনিকা-অন্তরালে, প্রতিমা-অর্চ্চনা, দেব-আরাধনা, আত্ম-অভিমান, আত্ম-উপকার, বিষয়-অধিকারী, রামায়ণ-মহাভারত-অবলম্বনে, জীবন-আদর্শ, বজ্র-আঘাতে (বাজ পড়া অর্থে), ছায়া-অবলম্বনে, আদেশ-অপেক্ষায়, দৈর্ঘ্য-আশঙ্কায়, স্নেহ-আহ্বান, প্রেম-আহুতি, কীট-আকারে, দেব-আকাঙ্ক্ষিত, মঙ্গল-আলয়, চির-অকীর্ত্তিকর, রচনা-অংশে; স্বইচ্ছায়, অরুণ-উদয়ে (পদ্মিনী উপাখ্যান), কার্য্যউদ্ধার, দীন-উপহার, ভারতউদ্ধারকাব্য, সুরথ-উদ্ধারযাত্রা, শুভউপনয়ন উপলক্ষে চিরউল্লসিত, চিরউন্মুক্ত, বিজয় উল্লাস, আনন্দ-উজ্জ্বল, আনন্দ-উৎফুল্ল, চিকিৎসা-উপযোগী, মৃগয়া-উপলক্ষে, বিদ্যাউপার্জ্জন, ভাষাউদ্ভাবনের, কল্পনাউৎস, সুউন্মুক্তনীল, অর্দ্ধেন্দুউজ্জ্বল, উপরিউক্ত, শান্তিঅন্বেষী, ভ্রান্তিঅপনোদনের, প্রকৃতি-

অনুমোদিত, পদ্ধতিঅনুসারে, ভক্তি-আকর্ষণের, প্রণালী-অবলম্বনের, নারী-অধিকারের, ভারতী-অর্চ্চনা, করি-অরি, দেবী-অংশে, পদ্মিনী আখ্যান, সাবিত্রী উপাখ্যান, স্ত্রীআচার, স্ত্রীঅত্যাচার। স্বরাদিনামের পূর্ব্বে শ্রী যথা শ্রীঅমিয়নিমাইচরিত, শ্রীঅবিনাশচন্দ্র, শ্রীঅঙ্গে; শক্তিউপাসক, ভক্তিউচ্ছ্বাসের, ভীতিউৎপাদক, স্মৃতিউৎসব; তনুঅঙ্গে, তরুঅন্তরালবর্ত্তী, গুরুআজ্ঞা, পিতৃআজ্ঞা, পিতৃআদেশ, মাতৃঅভিষেক, মাতৃউদরে, নিদ্রাউত্থিত, বহু-অশ্ব-পদ-সঞ্চারিত।

(৵০) **ব্যঞ্জনসন্ধি**—বাক্‌দত্তা, বাক্‌দান, বাক্‌বিতণ্ডা, দিক্‌-বলয়, তির্য্যক্‌ভাবে, সম্যক্‌ভাবে, ঋত্বিক্‌গণের, চতুর্দ্দিকস্থ (অকারান্ত দিক শব্দ ধরা হইয়াছে), শরৎচন্দ্র, জগৎআনন্দ, জগৎগুরু, জগৎলক্ষ্মী, জগৎব্যাপী, ভগবৎমূর্ত্তিত্রয়, মরুৎমণ্ডল, কিঞ্চিৎমাত্র, প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ, জগৎমঙ্গলকার, সুহৃৎ রঞ্জন (হেমচন্দ্র), বিদ্যুৎলতা (হেমচন্দ্র), জগৎ-বিখ্যাত (হেমচন্দ্র), সাহিত্যপরিষৎমন্দির। জলছবি, স্নানছলে, অঞ্চলছায়ায়, আলোকছটায়, তরুছায়া; হেমচন্দ্রের কবিতাবলীতে—অনলছবি, মহিমাছটাতে, রাহুগ্রহছায়া, দেবছটা, শশীতনুছটা, ভানুছটা।

(৶০) বিসর্গসন্ধি—ধনুঃধারী (হেমচন্দ্র), শিরঃচূড়ামণি (মাইকেল), চক্ষুঃজল (মাইকেল)।

(৩) ভুল সন্ধি।

(৴০) স্বরসন্ধি—আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যান্ন, শুদ্ধ্যাশুদ্ধি, অধ্যায়ন, ভূম্যাধি-কারী, অনুমত্যানুসারে, পশ্বাধম, খ্যাতাপন্ন (খ্যাত্যাপন্ন), উপরোক্ত (বাঙ্গালায় 'উপর' শব্দ ধরিব ?), জনেক (জনেক দুজন), দিনেক,

বারেক, ক্ষণেক, বৎসরেক, তিলেক। অনাটন, দুরাবস্থা, দুরাদৃষ্ট এই দলে ফেলা যায়। কেহ কেহ 'অনা' খাঁটি বাংলা উপসর্গ যোটাইয়া অনাটন রাখিতে চান। 'দুরা' খাঁটি বাংলা উপসর্গ আছে নাকি? এ তিনটি স্থলেই 'আ' উপসর্গ ধরিলে রাখা চলে।

(৵০) ব্যঞ্জনসন্ধি—মহদেচ্ছা, সুহৃদোত্তম, বিদ্যুতালোক, মরুতাদি (হসন্ত শব্দকে অজন্তভ্রমে), ষড়বিধ; পৃথগান্ন আরও বাড়াবাড়ি। হৃদ্‌পদ্ম, চতুর্দ্দিগ্‌স্থিত,। *

(৶০) বিসর্গসন্ধি—মনোকষ্ট, মনোসাধ, মনোক্ষেত্রে, মনোসুখে (হেমচন্দ্র), মনোতুলিকা, মনোচোর, কায়মনোচিত্তে, নভোতলে, ইতোপূর্ব্বে, বয়োপ্রাপ্ত, শিরোশোভা, সদ্যোপ্রস্ফুটিত, সদ্যোচয়িত, জ্যোতি-উপবীত (হেমচন্দ্র)।

'কলিকাতাভিমুখে'র বেলায় সন্ধি, 'বারাণসী অভিমুখে' ও 'দিল্লী অভিমুখে'র বেলায় সন্ধির অভাব। বোধ হয় শ্রুতিকটুদোষ-পরিহারার্থে এই প্রভেদ। তিনি ভারতের 'মুখোজ্জ্বল' করিয়াছেন, 'আমাপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি,' 'ইহাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি আছে?' 'আপনাপনি' 'আপনাপন' এ সব স্থলে সন্ধি বাঙ্গালার ধাতের সঙ্গে মিলে না। কিন্তু অনেককে করিতে দেখি। মহেশচন্দ্র, সুরেশচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র প্রভৃতি অদ্ভুত সন্ধির পদ মাঝে মাঝে দেখা যায় (হরিশ্চন্দ্রের দেখাদেখি?)।

---

* প্রথমমুদ্রণকালে বাগ্‌নিষ্পত্তি ভুল বলিয়াছিলাম। এখন জানিয়াছি বাগ্ নিষ্পত্তি বাঙ্‌নিষ্পত্তি দুইই হয়। এমন কি জগদ্‌নাথ, জগন্নাথ দুইরূপই হয়!! এইরূপ জগন্মঙ্গল জগদ্‌মঙ্গল, যোষিন্মণ্ডলী যোষিদ্‌মণ্ডলী দুই রকমই হইবে।

(১০) শব্দের অর্থব্যতিক্রম।

অনেকগুলি শব্দ সংস্কৃতভাষা হইতে গৃহীত বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় সংস্কৃত হইতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। [ইংরাজীতেও ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা হইতে গৃহীত শব্দের অর্থব্যতিক্রম ঘটিয়াছে, এরূপ উদাহরণ বিরল নহে।] সংস্কৃত ভাষায় এরূপ অর্থে শব্দগুলির ক্বচিৎ কুত্রচিৎ প্রয়োগ আছে কি না, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন, কেন না এই ভাষায় গ্রন্থাদি ভূরিপরিমাণ এবং আমার বিদ্যা নিতান্ত অল্প। তবে যতদূর জানি, এই অর্থগুলি সংস্কৃত হইতে বিভিন্ন। এগুলি অপপ্রয়োগ বলিয়া ধরিতে হইবে, কি ভাষার প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে যখন এরূপ অর্থব্যতিক্রম হইয়াছে, তখন তাহা ভাষার স্বাভাবিক গতি ও পরিণতির ফলে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, এ প্রশ্নের মীমাংসার ভার সুধীমণ্ডলীর উপর।

আকিঞ্চন = দৈন্যের ভাবে প্রকাশিত ইচ্ছা (সংস্কৃত দৈন্য অর্থ হইতে লক্ষণা ?)

আক্ষেপ = বিলাপ, বিদ্যাসাগর মহাশয় পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়াছেন (সংস্কৃতে নিন্দা বা অঙ্গবিক্ষেপ। বিলাপকালে অঙ্গবিক্ষেপ ঘটে অথবা অদৃষ্টের নিন্দা করা হয়, এইরূপে অর্থটি আসিয়াছে কি ?)

আচ্ছন্ন = অজ্ঞান অভিভূত। জ্বররোগী আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বিকারের ঘোরে জ্ঞান আবৃত হইয়াছে, এইরূপে অর্থটি আসিয়াছে ?

আদ্যোপান্ত = আদ্যন্ত (শেষটুকু পঠিত হয় না, এইরূপ একটা শাস্ত্রবচন আছে। সেইজন্য কি এই অর্থ ?)

আরাম=সোয়াস্তি, 'ফুরফুরে হাওয়ায় বড় আরাম' (বিশ্রাম অর্থ হইতে লক্ষণা ?)

আশ্চর্য্য=বিস্ময়াপন্ন (সংস্কৃতে বিস্ময় ও বিস্ময়জনক, এই দুই অর্থ আছে।)

উপন্যাস=নভেল। সংস্কৃতে 'কথা' ও 'আখ্যায়িকা' থাকিতে সংস্কৃত শব্দের অপপ্রয়োগ কেন ?

উপায়=রোজগার, 'দশ টাকা উপায় করিতেছে'। সংস্কৃত সাধন অর্থের লক্ষণা ?

এবং=ও, and. সংস্কৃত "এইরূপ" অর্থ হইতে পরিবর্ত্তন অতি সহজ।

কথা=শব্দ, word।

কল্য=আগামী দিন বা বিগত দিন (সংস্কৃতে 'প্রত্যূষ' অর্থ)।

জীবনী=জীবন-চরিত।

তত্ত্ব=কুটুম্ববাড়ী প্রেরিত মিষ্টান্ন (সংস্কৃত বার্ত্তা অর্থ হইতে লক্ষণা ? সন্দেশ দেখুন)।

নিরাকরণ=নিরূপণ। (সংস্কৃতে নিবারণ)।

পরশ্ব=(পরশ্বঃ)=বিগত দিনের পূর্ব্বদিন।

পরিবার=পত্নী ; বৃদ্ধেরা এই অর্থে 'সংসার' বলেন !

প্রজাপতি=পতঙ্গবিশেষ।

প্রশস্ত=চওড়া, broad।

পাত্র, পাত্রী=বর, কন্যা।

ভাসমান=যাহা ভাসিতেছে, floating. (সংস্কৃতে এ অর্থ আছে কি ?)

ভাসুর=স্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

ভাস্কর=প্রস্তরমূর্ত্তিনির্ম্মিতা।

মন্দ=কু, খারাপ।

মন্বন্তরা (মন্বন্তর)=দুর্ভিক্ষ। যথা—'আমিও বৈষ্ণব হ'লাম দেশেও মন্বন্তরা লাগ্‌ল'।

মর্ম্মর=মারবেল পাথর marble।

মলয়=দক্ষিণ বায়ু (মলয় পর্ব্বত হইতে লক্ষণা ?)

রহস্য=ঠাট্টা (সংস্কৃতে গোপনীয়)।

রাগ=কোপ, rage (ক্রোধে মুখেচোখে রক্তিমা আসে।) সংস্কৃতে অনুরাগ ও রক্তিমা অর্থ ; কোপ অর্থ আছে কি ?

রাষ্ট্র=জানাজানি।

ব্যঙ্গ=ঠাট্টা (ব্যঙ্গ্য, ব্যঞ্জনার প্রকার-ভেদ ?)

ব্যস্তসমস্ত=অতিমাত্র ব্যস্ত।

বাগীশ=একটা প্রত্যয়ের মত হইয়া পড়িয়াছে ও ইহার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের ব্যাপ্তি ঘটিয়াছে, যথা বাক্যবাগীশ (পুনরুক্তি-দোষ), ব্যস্তবাগীশ।

বাধিত=উপকৃত, obliged, indebted।

ব্যাপার=ঘটনা।

ব্যামোহ (**ব্যামো**)=রোগ।

বিমান=আকাশ (সংস্কৃতে আকাশগামী রথ)।

বিষয়=জমীদারী (সংস্কৃতে 'দেশ' বা 'সম্পত্তি' অর্থ হইতে লক্ষণা ?

বেদনা=ব্যথা। সংস্কৃতে অনুভূতি, বাঙ্গালায় সঙ্কীর্ণার্থে

কষ্টানুভূতি; ইংরাজী pensive শব্দেও কতকটা এইরূপ হইয়াছে।

বেলা=পক্ষে। যথা, 'আপনার বেলায় মহাপ্রসাদ, পরের বেলায় ভাত'।

শুশ্রূষা=রোগীর সেবা (সংস্কৃতে শ্রবণেচ্ছা বা সেবা; বাঙ্গালায় সঙ্কীর্ণার্থে রোগীর সেবা।)

শ্লেষ=ঠাট্টা। (সংস্কৃত অর্থ হইতে লক্ষণা আসে কি?)

সংবাদ=খবর, news (সংস্কৃতে এ অর্থ আছে কি?)

সন্দেশ=মিষ্টান্ন। সংস্কৃতে বার্ত্তা, খবর, কুটুম্ববাড়ী খোঁজ-খবর লইতে বা পাঠাইতে হইলে লোক মারফত মিষ্টান্ন পাঠান রীতি। এইরূপে অর্থব্যতিক্রম হয় নাই কি? 'তত্ত্ব' শব্দ এখনও দুই অর্থেই চলে, (১) আমাদের তত্ত্ব লওনা (২) কি তত্ত্ব এল?।

সমারোহ=জাঁকজমক (শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলেন, সংস্কৃতে এ অর্থ নাই। আর্য্যাবর্ত্ত, মাঘ ১৩১৭, পুরাতন প্রসঙ্গ)।

সুতরাং=তজ্জন্য, therefore.

সেনানী=সৈন্য (army); (সংস্কৃতে 'সেনানায়ক' অর্থ)। এটা যাহা ভুল, অথচ দুইজন প্রসিদ্ধ জীবিত লেখক ভুল অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন, ইংরাজীর প্রতিশব্দ হিসাবে যে সমস্ত সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়, সেগুলিরও যথার্থ অর্থের বেশ একটু ব্যতিক্রম হয়। যথা ধর্ম্ম (religion), নীতি (morality), আত্মা (soul), নাস্তিক (atheist), সাহিত্য (literature).

উপসংহার।

পাঠকগণের মনে নানারূপ বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া এতক্ষণে এই সুদীর্ঘ নীরস প্রবন্ধ শেষ হইল। আমার সংস্কৃতজ্ঞানের অল্পতাবশতঃ যদি কোন শ্রেণীর দৃষ্টান্ত এড়াইয়া গিয়া থাকে অথবা প্রবন্ধনির্দ্দিষ্ট বিধিনিষেধে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া থাকে, সুধীগণ সেগুলি দেখাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব। 'সাহিত্যে' এ বিষয়ে আলোচনা করিতে আমি পণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে সনির্ব্বন্ধ আহ্বান করিতেছি। সুযোগ্য 'সাহিত্য' সম্পাদক মহাশয়ও এই আহ্বানে যোগদান করিতেছেন। এরূপ কার্য্য অনেকের সমবেত চেষ্টা ব্যতীত সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

পরিশেষে আমার নিজের মনের কথা খুলিয়া বলিবার যদি অধিকার থাকে, তাহা হইলে এই কথা বলিব—বাঙ্গালায় ধাত (genius) অবশ্য সংস্কৃতের ধাতের সঙ্গে ঠিক এক নহে। অতএব অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োগে প্রভেদ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া যে কথাবার্ত্তায় প্রচলিত অশুদ্ধ-পদ-মাত্রই সাহিত্যের ভাষায় চালাইতে হইবে, ইহা ঠিক নহে। তবে যেখানে নাটক-নভেলে কথাবার্ত্তার ভাষাই যথাযথ দিতে হইবে, সেখানে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। ইংরাজীতেও এই নিয়ম দেখিতে পাই।

প্রাচীন সাহিত্যে আছে বলিয়া যে কতকগুলি অপপ্রয়োগ মৌরুসী স্বত্ব ভোগ করিবে, তাহারও কোন যুক্তি দেখি না। যেমন সামাজিক কুপ্রথা উঠানর চেষ্টা আবশ্যক, সেইরূপ মামুলি ভুলগুলিরও সংশোধন আবশ্যক। আধুনিক লেখকদিগের খেয়ালবশতঃ যে সব অপপ্রয়োগ সাহিত্যে আসিতেছে, তৎসম্বন্ধে বিশুদ্ধিপ্রিয় ৺কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপদেশবাণী উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি।

"মাতৃভাষার সেবা করিতে হইলে, ভক্তির সহিত করা কর্ত্তব্য, এবং শব্দপ্রয়োগে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। অশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করিলে, মায়ের অবমাননা করা হয়।" "আমরা মাতৃভাষার সেবা করিতে যাইয়া একটুকু ভক্তির ভাব দেখাইব না, ইহা কেমন কথা? হাতে কলম লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা লিখিয়া যাইব, শুদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখিব না, ইহা বড়ই অসঙ্গত।" "যা'র যেমন শক্তি, মাকে তেমনই অলঙ্কার দাও, কিন্তু এমন অলঙ্কার কখনই দিও না, যাহাতে মায়ের অঙ্গ বিকৃত দেখায়।"

'বাণান-সমস্যা' প্রবন্ধ 'সাহিত্য'-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে।

সমাপ্ত।

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

সুন্দর পকেট সংস্করণ
দুই শত পৃষ্ঠার উপর। **ফোয়ারা** মূল্য বারো আনা।

গরুর গাড়ী, সুখের প্রবাস, বোধোদয়ের ব্যাখ্যা, ভাগলপুর সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত ও সর্ব্বজনপ্রশংসিত বর্ণমালার অভিযোগ, পত্নীতত্ত্ব, পাণ প্রভৃতি ষোলটি রঙ্গরসময় প্রবন্ধ আছে। প্রত্যেকটি ভাষায় ভাবে এবং রসিকতায় অননুকরণীয়। শিক্ষিত পাঠকপাঠিকার উপভোগ্য।

"এই পুস্তক জীবনসংগ্রামে বিপর্য্যস্ত বাঙ্গালীর অবসরকালকে হাস্যময় করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাদানেও পরাঙ্মুখ হইবে না।" **প্রবাসী**

"যিনি দুঃখতাপময় বাঙ্গালীর জীবনে হাসির ফোয়ারা ছুটাইতে পারেন, কান্নার পরিবর্ত্তে হাসিতে শিখাইতে পারেন, তিনি ধন্যবাদের পাত্র। হাসি যে খারাপ জিনিস নহে ইহারও যে একটা উপযোগিতা আছে, ললিতকুমারের ন্যায় অধ্যাপকের ফোয়ারা-প্রণয়নে তাহা সুপরিস্ফুট হইয়াছে।" **সুলভ সমাচার**

"ললিতকুমারের রসিকতা সুমার্জ্জিত ও পরিস্ফুট। ভাষার কোমলতায়, ভাবের মধুরতায়, বিকাশের দক্ষতায়, প্রয়োগের শিষ্টতায়, ললিতকুমারের রসিকতা সাহিত্যের সম্পৎশোভাসম্বর্দ্ধক।" **বঙ্গবাসী।**

শিশুপাঠ্য ছবির বই। **ছড়া ও গল্প।** মূল্য চারি আনা।

ইহাতে পঞ্চতন্ত্র হিতোপদেশের দশটি গল্প সরল সরস মজাদার রূপকথার ভাষায় বর্ণিত। দুই রঙ্গের কালিতে ছাপা। সুন্দর বাঁধাই। মলাট তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে। ১২ খানি হাফ্‌টোন ছবি ও ২ খানি তিনরঙ্গের ছবিসহ।

বঙ্গবাসী, হিতবাদী, সুলভসমাচার, প্রবাসী, মানসী, আর্য্যাবর্ত্ত, ভারতমহিলা, শিশুজীবন, মডার্ণরিভিউ প্রভৃতি সংবাদপত্রে এবং পত্রিকায় একবাক্যে প্রশংসিত

সাহিত্যসম্রাট্ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"আমাদের নবীন বংশধরদের ভাগ্যক্রমে আপনার মত লোক গুরুমশায়ের ভীষণ গৌরবের প্রতি উপেক্ষা করিয়া তাহাদের মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন—যেখানে বেতের চাষ ছিল সেখানে ইক্ষুর আবাদ আরম্ভ হইয়াছে। সাহিত্যে আপনি ঠাকুর-দাদার পদে পাকা হইয়া বসুন এবং নাতিনাৎনীর আনন্দকোলাহলে দেশে আপনার জয়ধ্বনি ঘোষিত হইতে থাকুক।"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এম্‌এ মহোদয় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়াছেন।

উভয় পুস্তকই কলিকাতা ৬৫নং কলেজষ্ট্রীটে ভট্টাচার্য্য এণ্ড সনের পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।